LIFE

K. P. Vidyaratna, ***Bhatpara***

শ্রীকৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন

ভাটপাড়া

আষাঢ়—১৩৪৩ সাল, ইং ১৯৩৬—জুলাই

দক্ষিণা—প্রীতি

প্রকাশক—
শ্রীশৈলজাকুমার ভট্টাচার্য্য
৪৮ বি, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দৃষ্টিদোষেণ বুদ্ধ্যা মুদ্রাকরস্য বা।
মুদ্রাদোষা ভবেয়ুশ্চেৎ ক্ষমণীয়াঃ স্বপাঠকৈঃ

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জীবনের মুদ্রণ বিষয়ে অতি প্রযত্নশীল বাণী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ৺জগন্মাতৃভক্ত সদ্ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ জমিদার ললিত বাবুকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

উৎসর্গ

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

জীবের জীবন যিনি অচেতন ও চেতন ।
ভক্তিভরে নমি তাঁরে সমর্পিণু এ **'জীবন'** ।

প্রণতস্য ভক্তস্য

শ্রীকৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন

PREFACE

I have been asked by the esteemed author of this book to write a preface for it, and I comply with his request with exceeding pleasure.

Pandit Krishnapada Bhattacharyya, Vidyaratna, is widely known and widely respected for his profound and searching scholarship, his deep and genuine piety, and the universal benevolence of his nature. He has written many books in verse and prose--dealing generally with the ordinary topics of Sanskrit Scholarship. But in the present brochure he has chalked out a new line of enquiry for himself—he has busied himself with the tremendous problem of the origin of life. The thesis that he lays down is both simple and comprehensive--it is that the Sun is the source and origin of all the light, life and movement that we notice in the world---of all that play and interplay of forces which constitutes the baffling mystery of life; and he seeks to support this thesis by laying under contribution all the Science and Philosophy of the East and the West.

A bold and daring line of speculation like this is bound to prove disturbing to the self-complacence of many; it is bound to provoke keen and searching if not hostile criticism. But after all it is a fascinating world of enquiry to which the author has introduced us: and he deserves our gratitude for the courage with which he

has embarked upon this line of thought and the competent skill with which he has steered his way through it.

The translation, originally done by the author himself, has been revised by me almost right through, and in that way I claim a faint and humble connection with the work.

216, Cornwallis Street,
CALCUTTA,
30th June, 1936

Jitendralal Bannerjee.

AUTHOR'S FOREWARD

I am deeply grateful to my friend, Professor J. L. Bannerjee, M.A., B.L., M.L.C., for his kindly doing the needful for this work and for writing the preface.

May I add here that it is my desire to present to my learned friends within a short time four other books which I have written ? The first deals with the phenomenon of Earthquakes, in Bengali with English version ; the second is a short life-sketch of His late Majesty King George V, in Sanskrit and in English ; the third deals with the life of our present Emperor, Edward VIII, in Sanskrit with English translation ; and the fourth is a treatise on Hindu Law in Sanskrit. The last treatise on Hindu Law is the Smriti of Raghunandana which was written about 500 years ago. My book which is a sketch on the same subject is based on the ancient Sastras suited to the modern age.

K. P. V.

জীবন

১

রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় না। আমার মত অবস্থা অপরের হইলে সুনিদ্রার জন্য হয়ত তিনি কবিরাজী তৈল বা অপর কোন ভাল ঔষধ ব্যবহার করিতেন। আমি কিন্তু ইহাতে পরম আনন্দিত। ভগবান্ আমাদিগকে কাজ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে নিদ্রা না হইলে সেই কাজ করিবার অনেক সময় পাইতে পারি। আমি এক্ষণে জীবনের সন্ধ্যায় উপস্থিত, শীঘ্রই আমাকে এইবার এ সংসার ত্যাগ করিতে হবে। আমি অতিশয় দুঃখিত যে মানুষ হইয়া কোন বিশেষ ভাল কাজ করিয়া যাইতে পারিলাম না। সর্ব্বদা ইহাই ভাবি—এই চিন্তাতেই আমার রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় না।

আজকাল কয়েক বৎসর আমি যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছি, সে ভাবে থাকিলে দীর্ঘজীবন অসম্ভব নহে। মানুষ যদি আহার বিহারাদিতে সংযত হইয়া এক নিয়মে স্বধর্ম্ম-পথে থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু হইতে পারে। রাত্রি ১০ দশটা হইতে প্রায় তিন

ঘণ্টা কাল আমি এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম, এবং শক্তিলাভের জন্য কাতরভাবে মহাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হইলাম। কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন রাত্রি একটার সময়ে উদ্বুদ্ধ হইলাম। ইন্দ্রিয়-জয়পূর্ব্বক সুস্থশরীরে সংযতভাবে স্বধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত থাকিলে নিজের ইচ্ছামৃত্যু অসম্ভব নহে। তবে ইন্দ্রিয়ের দাস অসংযত আত্মীয়স্বজনের যথাকালে মৃত্যু কিরূপে নিবারণ করিতে পারিব? আমি সংসারী মায়ামোহে আবদ্ধ, স্বজন-বিযুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন-ধারণ করা অতি ক্লেশকর। এ অবস্থায় আমার শীঘ্র-মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। যখন আমার শীঘ্র মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে হইল, তখন ভাবিলাম, "হায়! এতকাল আমি বৃথা কাল-যাপন করিয়াছি,—এরূপ কোন কাজ করি নাই যাহা দ্বারা আমি মরণের পরেও বাঁচিয়া থাকিতে পারি। গভীর রাত্রিতে প্রতিদিন এই বিষয় চিন্তা করি, এবং কাতরভাবে মহাশক্তির শরণাপন্ন হই। তখন মনে হইল যে ভাল কাজ করিলে মানুষ মরিয়াও অমর হইতে পারে। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচ্য ও সেক্‌স্‌পিয়ার মিল্‌টন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য কবিগণ মরিয়াও অমর হইয়াছেন, সত্য। কিন্তু কীর্ত্তিশরীরে তাঁহারা অমরত্ব লাভ করিলেও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারক নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় কি চির-জীবিত হইতে পারিবেন? ঐহিক সুখলিপ্সু অধার্ম্মিক বলোপজীবী গুণ্ডাগণের প্রাধান্য হইলে ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে জ্ঞান-চর্চ্চার লোপ হইবে। এইরূপ ভাব যদি দেশে সহস্রবর্ষ বা আরও অধিককাল থাকে, তাহা হইলে দেশ হইতে বাল্মীকি প্রভৃতি

মহাকবিদের নামও বরং ক্রমে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু নবতত্ত্বাবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক নিউটন প্রভৃতির নাম একেবারে লুপ্ত হইবে না আমার বিশ্বাস। তাই এরূপ কাজ আমাকে করিতে হইবে যাহাতে আমার নাম কিছুদিন থাকিতে পারে। কি কাজ করিলে হয়? আবার কয়েকদিন কাতরভাবে মহা-শক্তিকে স্মরণ করিতে করিতে একদিন কোনও নূতন বিষয়ের গবেষণা করিতে উদ্বুদ্ধ হইলাম। তখন মনে হইল যে আমি ত কখনই বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা করি নাই, তবে আমি কিরূপে কি বিষয়ের গবেষণা করিতে পারি? মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক-প্রবর বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত স্যার জে, সি বসুও "তমসা-বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা অন্তঃসজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ-সমন্বিতাঃ।" (১ম অধ্যায়) মনুর এই মৌলিকভাব অবলম্বনে পাশ্চাত্য-বিদ্যায় নূতন গবেষণা করিয়া স্বনামধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক আমিত আবাল্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ে আকাটগণ্ড, আমার এক্ষণে উপায় কি? আবার কাতরভাবে সাশ্রুনয়নে ৺জগন্মাতাকে ডাকিতে লাগিলাম, হঠাৎ 'জীবন'-বিষয়ে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ হইলাম। তখন মনে হইল গণের গবেষণা লোকে হয়ত আদর করিতেও পারেন। তাই আমি সেই রাত্রি হইতে ঘোর নিশীথে আন্তরিকতার সহিত তাঁহার ধ্যান করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। যেদিন যাহা তিনি মনে উদ্বোধন করিতেন আমি তাহাই লিখিয়া রাখিতাম। আজ সেই লেখাগুলি একত্র করিয়া আমার সম্মান ও স্নেহভাজন বিদ্বান্ বন্ধুদিগের নিকটে উপস্থাপিত করিতেছি, আশা করি,

তাঁহারা সকলেই নিজগুণে কৃপা-প্রদর্শনে এ গ্রন্থের দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

২

জীবন কি? ইহা এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি অনেক ধর্ম্মপুস্তকে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কেহই অদ্যাবধি ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব স্থির করিতে পারেন নাই। আমি এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হইলাম,—যেটী সর্ব্বময় সকলশক্তির সার, বহ্নি, বিদ্যুৎ, জল, গতি, তরঙ্গ প্রভৃতি সকল পদার্থের একমাত্র কারণ, পরিদৃশ্যমান ব্যোমব্যাপী সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক সাঙ্গ সৌরতেজই এই সৌরজগতে ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা বা জীবন এবং সমষ্টিভাবে পরমাত্মার স্বরূপ। এই পৃথিবীতে সকল জীবই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম উপাদানময় বা তন্মাত্রময়। এই দেহ পঞ্চভূতের বিকার এবং তেজটী পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম পদার্থ। সেই ব্যোমব্যাপী বহ্নি, বিদ্যুৎ গতি, তরঙ্গ সকল শক্তির একমাত্র কারণ, সৌরতেজই জীবন। অনেকেই বলেন যে জীব মরিলে ব্যষ্টি পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চমহাভূতে লীন হয়। পৃথিবী হইতে বহু লক্ষ যোজন দূরে অনন্তব্যোমে সূর্য্য বিরাজমান, তথাপি তাঁহার তেজে জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে। এই পঞ্চভূত পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বদা সাহায্য করে। জীবদেহের মধ্যে বা বাহিরে যেখানেই

ব্যোম বিদ্যমান, সে স্থানেই ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে তেজ আছে। সেই তেজ সূর্য্যের তেজ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সকল তেজই সৌরতেজের অংশ।

আদিকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে আকাশ নীহারিকা-তমোময় ছিল। ঋগ্বেদে আছে 'ততো রাত্র্যজায়ত (ঋগবেদ-সন্ধ্যাপদ্ধতি) মনুতেও আছে "আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ"। (১ম, অঃ) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগেরও এই মত। Book of knowledge (Voll I and II, Page 322 edited by Mr. A, Mee and others) এ লিখিত আছে, যে প্রথমে কিরূপে পৃথিবী সৃষ্ট হইল।

"There is another curious fact, and this is that the kind of stuff the sun is made of is the same as the kind of stuff that the various planets are made of. It almost looks—does it not ? as if our little earth and all the planets were once a part of the sun. The sun is made of the same stuff as the earth. The sun and all his planets were once one. Indeed, we believe that in the first stage the solar system was nothing else than a nebula like one of the very smallest of the thousands of nebulae that we now see in the sky.

ভাবার্থ—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে সূর্য্য যে উপাদান হইতে সৃষ্ট, সকল গ্রহই সেই উপাদান হইতে সৃষ্ট হয়েছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ প্রথমে সূর্য্যেরই এক

অংশ ছিল। এই সৌরজগৎ প্রথমে নীহারিকা-তমোময় ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২য় খণ্ডে আছে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি তদপোঽসৃজত।" পরম ব্রহ্মের বহুরূপ ধরিতে ইচ্ছা হইলে তেজ উৎপন্ন হইল, পরে তেজ হইতে জল হইল। সেই নীহারিকাময় আকাশে পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তৈজস পরমাণু হইতে তেজোময় সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। প্রতীচ্য বিজ্ঞান মতে সেই সূর্য্য হইতে অন্যান্য অনেক গ্রহ ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছিল এবং পৃথিবী হইতেই চন্দ্র আবির্ভূত। প্রকাণ্ড সূর্য্য স্বতেজে অনবরত বিঘূর্ণিত হইতে থাকিলে বায়ু আবির্ভূত হইল, উহা চারিদিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে ব্যাপিয়া ফেলিলে পৃথিবী বায়ুময় হইল।

তরল পৃথিবীর উপরিভাগ বায়ুর শক্তিতে কঠিন হইয়া গেল, এবং সৌরতেজে নীহারিকাগুলি জলে পরিণত হইলে পৃথিবীর অধিকাংশস্থান জলে পরিপূর্ণ হইল। অভ্যন্তর ভাগ পূর্ব্ববৎ তরল ও উষ্ণ রহিল। উহাই (ঐ ভাগই) আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণপ্রস্রবণরূপে মধ্যে মধ্যে পৃথিবী হইতে বাহির হইতে থাকিল। পৃথিবীর আবির্ভাবের সমকাল হইতেই সূর্য্যতেজ হইতে বিদ্যুতের সূক্ষ্ম কারণ ইলেকট্রন্ বাহির হইয়া পৃথিবী ও তৎসন্নিহিত ব্যোমতল অব্যক্তভাবে ব্যাপিয়া রহিল। এককথায় বলিতে গেলে এই সৌরজগতে যাহা আমরা দেখিতেছি, যে সকল বস্তু উপভোগ করিতেছি, যেরূপে চৈতন্য লাভ করিয়া

সুস্থ ও সবল হইয়া আছি, সূর্য্যই সেই সকলের মুখ্য ও গৌণরূপে একমাত্র কারণ। তবে ব্যোম সূর্য্য হইতে হয় নাই। উহা আদিকাল হতে বরাবর আছে। সূর্য্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে আবির্ভূত বস্তুসকলের কারণ পরমাণু-সমষ্টিময়-তমোরূপে ছিল, প্রলয়ের পরে ও সেইভাবেই থাকিবে। উহা আপাততঃ বাহ্য দৃষ্টিতে শূন্য হইলেও তেজঃ প্রভৃতি সকলের আধার। আধার ভিন্ন আধেয় সূর্য্যাদি থাকিতে পারিত না। তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী বিশাল (যাহা অপেক্ষা বৃহৎ আর দ্বিতীয় নাই) ব্যোমই নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিরূপ। ঐ ব্যোমের মধ্যে অব্যক্ত আভ্যন্তরীণ তেজ অংশই সূর্য্যরূপে প্রকাশিত।

আমরা পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই না, তাঁহাকে অনন্তজ্ঞানময় ও তেজোময় বলিয়া জানি ও গায়ত্রী-দ্বারা তাঁহার উপাসনা করি। উপাসকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য সেই ব্রহ্মই তেজোময় সূর্য্যরূপে আবির্ভূত। তাই গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্ম ও সূর্য্যে সমান-ভাবে প্রযুক্ত হয়। এই ব্যোমে আদিকাল হইতে পার্থিব সকল বস্তুর কারণ পরমাণু আছে। তাই উহাতে প্রাদুর্ভূত সূর্য্যাদি-গ্রহাদিতে ও সেই সকল পরমাণু বিদ্যমান, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তাই সূর্য্য হইতে আবির্ভূত পৃথিবী ও উল্কাপিণ্ডে সেই সকল বস্তুর উপাদান (stuff) আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

এই সৌরজগতে ব্যোমতলে স্বতেজের শক্তিতে অবিরত বিঘূর্ণিত ভাস্কর হইতে পরি-দৃশ্যমান পৃথিবী, জল, তেজ (বহ্নি, বিদ্যুৎ) প্রভৃতি প্রায় সকল পদার্থই প্রাদুর্ভূত

হইয়াছে। এক ভাস্করের সহিত গৌণ ও মুখ্যভাবে সকল পদার্থ সংস্পৃষ্ট আছে বলিয়া প্রতিমহাভূতেই প্রত্যেকের কিছু কিছু ধর্ম্ম বিদ্যমান। বেদান্ত-দর্শনের পঞ্চীকরণটী (combenat!on of the five elements in certain definite proportion) ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এ সকল বিষয়ও মনে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে পারিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিঘূর্ণিত সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিদ্যুতের আদি কারণ ইলেক্‌ট্রন্ বা বিদ্যুতের সূক্ষ্ম উপাদান সর্ব্বদা বাহির হইয়া ব্যোমতলে বায়ুমণ্ডলে অব্যক্ত ভাবে বিরাজমান আছে। প্রতীচ্য শিক্ষিতাগ্রণী শ্রীযুক্ত আর্থার্ মী সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিজ সম্পাদিত পুস্তকে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The hot matter that makes up the sun is in ceaseless violent movement giving out electrons. On all sides without end, the sun is pouring out not only heat and light, but also these tiny particles which rush through space, and prcbably account for some of things which happen in the solar system.. .We already know that there are no compounds in the sun and why that is so.

When we study the light of the sun, we are able to find out what elements it mainly contains, or at any rate what elements are contained in its outer parts. The corona of the sun seems to consist mainly of hydrogen. Nearer the body of the sun, we find proof of the existence

of the gases or vapours of many elements which we know well and which can be found in our own bodies—hydrogen, lime, magnesium (which gives such a bright light when it is burnt), sodium, and iron ; and besides iron a large number of other metals well-known on the earth.

(The marvel of the sun's great power in all our daily lives).

We know that he is what he has been since life first appeared on earth, and what he must continue to be so long as life remains on earth, —the great source of the power which, mainly in the form of light and heat, and also in other ways which we are only beginning to understand, sustains all life, makes the rain and the rivers, gives every visible part of the earth its light and colour snd beauty, supplies the food of the green plants upon which we feed, and so works in our muscles every time we move, in the eyes which see the beauty of the earth and of the sun itself, and in the brains by means of which we try to learn how all these things came to be." (Book of Knowlege VII & VIII Vols.) "We could not live without the sun and we cannot know too much about it."

(I-II Vol.s)

ভাবার্থ,—(সর্ব্বদা সূর্য্য হইতে বিদ্যুতের উপাদান ইলেক্-

ট্রণের উৎপত্তি ও আমাদিগের জীবন-ধারণে সূর্য্যের আশ্চর্য্য শক্তি)। সূর্য্য হইতে উত্তাপ, তেজ ও আলোকের সহিত বিদ্যুতের উপাদান ইলেক্ট্রণ সর্ব্বদা বাহির হইতেছে। সূর্য্যের বহির্ভাগে হাইড্রোজেন্ আছে, আর অন্যান্য অংশেও আমাদের দেহের অনুরূপ প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন, ম্যাগ্নেসিয়া, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর গ্যাস ও অন্যান্য বিবিধ-প্রয়োজনীয়-বস্তুর গ্যাস বাষ্পাদি আছে। সূর্য্যই পৃথিবীর আলোক ও উত্তাপের কারণ এবং ইহাই জীবন-ধারক জল, রং, সৌন্দর্য্য ও আমাদিগের খাদ্য বৃক্ষ-লতাদির পরিপোষক গ্যাস উৎপাদন করিতেছে। সূর্য্যই আমাদের জ্ঞানলাভ, দৃষ্টিশক্তি ও মস্তিষ্কের একমাত্র কারণ। এই সৌর জগতে আত্মোৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সূর্য্য প্রায় সকল কার্য্যই গৌণ ও মুখ্যভাবে করিতেছেন।

এই সৌরজগতে সূর্য্যের তেজঃ সমুদয় আকাশে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে পরিব্যাপ্ত আছে। দেহমধ্যস্থিত আকাশেও যে আছে তাহা বলা বাহুল্য। সেই দেহমধ্যস্থিত সাঙ্গ সৌরতেজই জীবগণের জীবন। সৃষ্টির পূর্ব্বে সদসৎ-রূপে বর্ণিত সকলের আদি ও আধার নীহারিকাতমোময় তমোগুণপ্রধান নিরাকার ব্যোমই ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। বেদে আছে তদৈক্ষত একোঽহং বহুঃস্যাম্। ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ আবির্ভূত হইল। তেজঃ প্রকাশময় সত্ত্ব; মরুৎ,—পদার্থ-সঞ্চালক কার্য্যময়,—রজঃ, ব্যোম,—ব্যক্ত-অব্যক্ত সকল বস্তুর আদি ও লয়ের স্থান,—তমঃ।

ব্যোম তমোগুণময়, অপর দুইটী গুণও আদিকাল হতে ব্যোমের নিকটে বরাবর ছিল, এখনও আছে,—প্রলয়ের পরেও থাকিবে। ব্রহ্মের ন্যায় ইহার অস্তিত্ব বেদাদি-শাস্ত্রেও প্রমাণিত। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "আসীদিদং তমো ভূতম্" (মনু)। ইহা ব্যোম ও ব্রহ্মে লক্ষিত।

পরম ব্রহ্ম সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সত্ত্বগুণময় তেজোরূপে সমুদয় দৃশ্যমান পার্থিব পদার্থের কারণ **সূর্য্য-নামে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন**। মরুৎ বরাবর তাঁহার সন্নিধানে অব্যক্তভাবে ছিল, সূর্য্য প্রকাশিত হইলেই মরুতের শক্তি ব্যক্ত হইল। তখন সূর্য্য প্রবল মরুতের বলে স্বতেজে সর্ব্বদা ঘূর্ণিত হইলে পৃথিবী প্রভৃতি অনেক গ্রহ সূর্য্য হইতে আবির্ভূত হইল। সেই সময়ে ইলেক্ট্রন্ও বাহির হইতে থাকিল। অসীম সৌরতেজে নীহারিকাগুলি জলরাশি রূপে পরিণত হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই তিনটী মৌলিক পদার্থ। ক্ষিতি ও অপ্ (পৃথিবী ও জল) তেজ ও মরুৎ হইতে ক্রমে আবির্ভূত। সুতরাং এই দুই পদার্থ বা ভূত মহাভূত-রূপে পরিণত হইলেও, তেজঃ মরুতের অন্তর্গত,—সত্ত্বাদি ত্রিগুণের মধ্যবর্ত্তী পৃথক বস্তু নহে। পৃথিবীতে সমুদয় জীব এই পঞ্চভূতময়, এই ত্রিগুণ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদ্য শাস্ত্রে আছে সজীব-দেহ মাত্রই পিত্ত, বাত ও শ্লেষ্মার আধার। অব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বা তেজঃ (ও তজ্জনিত ক্ষিতি ও অপ্), মরুৎ, ব্যোমাদি মহাভূতের পিত্ত, বায়ু, শ্লেষ্মাই স্থূল বা ব্যক্ত পরিণাম।

জীবগণ তেজঃ, মরুৎ প্রভৃতির আশ্রয় হওয়াতে ক্ষিতি ও অপেরও আশ্রয় বা বিকার, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে, যখন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতময় দেহ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বায়ু-দ্বারা আমরা জীবন-ধারণ করিতেছি ;—এবং মৃত্যু হইলে লোকে বলে, "প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়াছে"—তখন এই পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ু জীবন না হইয়া তেজঃ, কিরূপে জীবন হইতে পারে ? উত্তর,—বায়ু ও আকাশ একমাত্র-সৌর-তেজ-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। তেজ-দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে বায়ু ও আকাশ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইত। যেরূপ বাহিরে আকাশে সূর্য্যের উদয়ে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার আলোকে জ্ঞানলাভ করিয়া বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পদার্থসকল অনুভব করিতে পারিতেছি, সেইরূপ দেহমধ্যে অব্যক্ত সাঙ্গ বা পূর্ণ সৌরতেজ দ্বারা (প্রকাশময় সত্ত্বগুণ দ্বারা) অনুপ্রাণিত বা শক্তিমান্ হইয়া মরুৎ ও আকাশ নিজ নিজ কার্য্য করিতে পারিতেছে। তেজের অনুপ্রাণনা বিনা এ দুটী কার্য্য করিতে অক্ষম হইত। আমরাও ইহাদের কার্য্য অনুভব করিতে পারিতাম না। আমরা পার্থিব জীব যখন সর্ব্বদা বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে বাস করি, মানুষ মরিয়া গেলে ইন্দ্রিয়দ্বারাদিতে তখনও আকাশ বর্ত্তমান থাকে, এবং যেখানে আকাশ, সেখানে অব্যক্তভাবে বায়ু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বায়ু তখন থাকিলেও তেজোরূপ জীবন নির্ব্বাপিত হওয়ায় মৃত-ব্যক্তি আর নিশ্বাস প্রশ্বাস

লইতে পারে না। তাই এই পঞ্চভূতের মধ্যে তেজের প্রাধান্যবশতঃ তেজই জীবন। তমোগুণময় আকাশে বিরাজমান হইয়া তেজঃ সর্ব্বত্র প্রাধান্য করিতেছে। যেরূপ সসৈন্য সেনাপতি সমরে বিজয়ী হইলেও, "অমুক রাজা বিজয়ী হইলেন" লোকে বলে, সেরূপ বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে আকাশ বায়ুর আধাররূপে কার্য্য করিলেও, তেজের প্রাধান্যবশতঃ তেজকে জীবন বলা হইল। আকাশ ও বায়ু তেজোরূপ জীবনের সহকারী মাত্র।

৩

পদার্থবিদ্-বরেণ্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহার লিখিত 'জিজ্ঞাসা' পুস্তকে ১৫১ পৃষ্ঠায় 'এক না দুই' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শরীর জীবন্ত-পদার্থ। জীবন কি ?—নানাবিধ গতির সমষ্টিমাত্র। জড়বাদী একপদার্থ ভিন্ন দুই-পদার্থ মানে না। একমাত্র জড় জগৎ, গতি জড়ের ধর্ম্ম। গতির বিভিন্ন মূর্ত্তি। কখন স্রোত, কখন ঢেউ, কখন ঘূর্ণী! গতির বিভিন্ন-মূর্ত্তি অনুসারে তাড়িতক্রিয়া চৌম্বকক্রিয়া, আলোকক্রিয়া রাসায়নিক-ক্রিয়া জৈবক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। জীবন নানাবিধ গতির সমষ্টিমাত্র, জীবনে গতির ব্যাপার জটিল বা দুর্ব্বোধ।

আমরা কোন গতিই বুঝিতে পারি না। আতা মাটীতে পড়ে,—কেন পড়ে? অম্লজান-কণিকা উদজান-কণিকার প্রতি ধাবিত হয়,--কেন হয়? অঙ্গার-কণিকা ও উদজান-কণিকা আর পাঁচটা কণিকার সহিত যুক্ত হইয়া বিচিত্র জীবন-ক্রিয়ার উৎপাদন করে,—ইহা অধিক আশ্চর্য্য হইল কিসে? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন।" অতবড় বৈজ্ঞানিক ইহার উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার একমাত্র উত্তর, যিনি এই জড়-জগতে যাবতীয় গতি বা শক্তির কারণ, সেই সাঙ্গ-সৌরতেজ-প্রভাবে ঐ সকল পদার্থ মিলিত হইয়া জীবন-উৎপাদন করিতেছে! সৌরতেজের প্রেরণা বা প্রভাব না থাকিলে এগুলি মিলিত হইতে পারিত না। মিলিত না হইলে জড়দেহে চেতনাময় জীবন আবির্ভূত হইত না। নাইট্রোজেন্, অক্সিজেন্, কারবন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি বাষ্পের উৎপাদক সূর্য্য নিজ তেজে ও স্বতেজ হইতে উৎপন্ন অঙ্গতেজ বা ইলেক্ট্রনের বলে বা তরঙ্গে উক্ত পদার্থ সকল মিলিত করিয়া জড়জীবদেহে জীবন-সঞ্চার করিয়াছেন। এবং কেবল জীবন দিয়াই সূর্য্য নিশ্চিন্ত নহেন। নিজ তেজ-আলোক ও বিবিধ-কিরণ-দ্বারা জীবগণকে জীবিত রাখিয়া জীবের পীড়াদি উপশম করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কেবল রক্ষা কেন, স্বতেজে বিদ্যুতের উপাদান ইলেকট্রন্ সৃষ্টি করিয়া জীবনের শক্তি বর্দ্ধনপূর্ব্বক বার্ত্তাবহাদি-যন্ত্রের প্রয়োজক হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতেছেন।

প্রাচীন পণ্ডিত-দিগের মতে সূর্য্যের সাত বর্ণের সাতটী

কিরণ। বৈদিকযুগে ঐ কিরণ ৭টী রথবাহিনী অশ্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঋগ্‌বেদে আছে "অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ" ঋগ্বেদ (সন্ধ্যাপদ্ধতি)। অর্থাৎ সূর্য্য তেজস্বী ৭টী অশ্বী নিযুক্ত করিয়া তাহাদ্বারা তিনি রথে গমন করিতেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সূর্য্যের ৭ সাত অপেক্ষা অনেক অধিক কিরণ আছে। ঐ কিরণগুলির তরঙ্গ বা গতিশক্তি খুব বেশী ইহা বলাতে প্রকারান্তরে কিরণগুলিকে অশ্বের মত বেগশালী বলা হইয়াছে। সূর্য্যের একটি নাম সহস্ররশ্মি অর্থাৎ সূর্য্যের অসংখ্য-কিরণ, পৌরাণিক যুগে সূর্য্যের অসংখ্য কিরণ স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে কিরণগুলি এই,—১ Hertzian waves ২ Infra red, ৩ Red, ৪ Orange, ৫ Yellow, ৬ Green, ৭ Blue, ৮ Indigo, ৯ Violet, ১০, নূতন আবিষ্কৃত Ultra Violet ১১ X'ray। দশম ও একাদশ কৃত্রিম কিরণের সাহায্যে ডাক্তারেরা অনেক কঠিন-রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার সুব্যবস্থা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক-দিগের চেষ্টায় ক্রমে সূর্য্যের সহস্র কিরণও আবিষ্কৃত হইবে। ফলতঃ যদি আমরা প্রতিদিন বিবেচনা পূর্ব্বক সূর্য্যালোকে অধিকক্ষণ থাকিয়া বায়ু সেবন ও পরিভ্রমণ করি, আমাদের কোন পীড়া হয় না।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১১ সালে—আমি তখন কটক কলেজে ছিলাম, কটকের সিভিল সার্জ্জন্ কর্ণেল উইলসন্ সাহেব আমার নিকটে বাংলা পড়িতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার

সেই সময়ে ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। নিউমনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী ভাট্‌পাড়ায় মারা যায়। যদ্যপি প্রথম হইতেই ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারেরা তাহাকে অনেকদিন দেখিয়াছিলেন, তথাপি সে রক্ষা পায় নাই। এ বিপদের কিছুদিন পরে আমি ডাক্তার উইলসন সাহেবকে বলিয়াছিলাম এলোপ্যাথিক চিকিৎসা না করাইয়া যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতাম তাহা হইলে, হয়ত আমার পুত্রটী রক্ষা পাইত! তখন সাহেব একখানি বড় পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিয়া বলেন যে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা ৫০টী নিউমোনিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এক সময়ে আফ্রিকায় সৈন্যগণমধ্যে কলেরা ও নিউমোনিয়া রোগ হইয়াছিল। তাহাদিগকে চিকিৎসা করাইবার সুবিধা হয় নাই। রোগীরা খোলা মাঠে রৌদ্র-বাতাসে পড়িয়াছিল। ক্রমে জানিতে পারা গেল যে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অর্থাৎ শতকরা নব্বুই জন লোক উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিয়া ছিল। প্রমাণিত হইয়াছে যে একমাত্র সূর্য্যের কিরণই নিউমোনিয়া ও কলেরা প্রভৃতি কঠিন রোগের বীজাণু ধ্বংস করিয়া রোগীকে সুস্থ করে। খুব পীড়ার সময়ে আমার ৺ পুত্র বুক হইতে তুলা ফেলিয়া দিতে, সকল জানালা খুলিয়া দিতে ও ঘরের বাহিরে ছাদে রৌদ্রে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিত, ডাক্তারের অমতে কাজ করিতে পারি নাই। সূর্য্যালোকে ও খোলা বাতাসে যাইলে সে যে সুস্থ হইতে

পারিত, তাহার অন্তরাত্মা জানিত বলিয়াই প্রকৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে ঐরূপ বলিয়াছিল। আমরা কেহই তাহার কথা শুনি নাই, তাই দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাকে অকালে হারাইয়াছিলাম।

এই পৃথিবীতে যেখানে আকাশ বা ঈথর সেই খানেই বায়ু এবং সেই স্থানেই বিদ্যুতের কারণ ইলেক্‌ট্রন্ আছে। ইলেক্‌ট্রন-গুলি সূর্য্যতেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদা পৃথিবীর সন্নিহিত বহিঃস্থ বা দেহ-মধ্যস্থিত সকল আকাশে অব্যক্তভাবে বিরাজমান থাকিয়া জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। ইলেক্‌ট্রন্ আকাশে অব্যক্তভাবে থাকে বলিয়া আমরা অতি অনায়াসে সামান্য উপায়ে বিদ্যুৎ বাহির করিতে পারি। বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্য ভিন্ন কোন জীবই উৎপন্ন হইতে পারিতনা, ইহা অনেকেই জানেন। দুইটী পদার্থ ঘর্ষণ করিলেই বিদ্যুৎ বাহির হয়। আমরা যখন কিছুক্ষণ দুইহস্ত ঘর্ষণ করি, তৎক্ষণাৎ আবিষ্কৃত বিদ্যুৎশক্তিতে হস্ততল উত্তপ্ত হয়। চোখে পোকা-মাকড় পড়িলে বা কোনও কারণে চোখে যন্ত্রণা হইলে আমরা সেই তপ্ত হস্ত চোখে দিয়া সুস্থ হই। সৌর-তেজঃ-সম্ভূত বিদ্যুৎ জীব-সৃষ্টির নিদান ইহা অনুভব-সিদ্ধ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নাইট্রোজেন্, অক্‌সিজেন্, কার্‌বন্ হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি বাষ্পের উৎপাদক সূর্য্য। ঐ সকল বাষ্প বহিঃস্থ ও দেহস্থিত সকল অংশেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। সূর্য্যতেজে গতি-শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রন্‌গুলির তরঙ্গের পরিচালনায় ঐ গ্যাসগুলি মিলিত হইয়া জীবনীশক্তি সম্পাদন করিতেছে।

এই দেহ পঞ্চভূতময় বলিয়া আমরা পার্থিব ও জলীয় বস্তুদ্বারা জীবন-পোষণ করি। জীবনপোষণের জন্য আমরা দুগ্ধাদি সেবন করি। দুগ্ধের সার-অংশ, নবনীতের বিকার ঘৃত তেজঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সূর্য্য, বিদ্যুৎ, বহ্নি, ঘৃত, শুক্র প্রভৃতি সকল বস্তুই তেজঃ। দুগ্ধ-সেবনে স্বদেহস্থিত তেজঃ বা জীবন শক্তিমান্ হয়। শৈশবে মাতার স্তন্যদুগ্ধ পান করি। তাহাতে মাতার তেজঃ বা বৈদ্যুতিক শক্তি পাইয়া দিন দিন বলবান হই। সমানরূপপদার্থ হইতেই আমরা সমধিক শক্তি লাভ করি। তাই শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ অতি উপকারী। তার পরই অন্যান্য পশুদিগের মধ্যে গো-দুগ্ধই অতি উপকারী। কারণ গাভীতে তেজঃ বা বৈদ্যুতিক শক্তি অধিক আছে। তাই গোদুগ্ধ-পানে আমরা সবল হই। বলা বাহুল্য, কেবল দুগ্ধপানেই দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারি। গোমূত্রে ও গোবরেও বৈদ্যুতিক শক্তি আছে বলিয়া উহার ব্যবহারেও আমরা বিশেষ-রূপে উপকৃত হই। গোমূত্র বা চোনার সেকদ্বারা প্লীহা-যকৃৎ আরোগ্য লাভ করে। যাহার যেরূপ শরীর ও যে দেশে জন্ম ও যেরূপ জলবায়ুতে অভ্যস্ত, তদনুসারে যদি সেই ব্যক্তি প্রত্যহ একনিয়মে আহারাদি করে, তাহাদ্বারা দেহস্থিত বৈদ্যুতিক শক্তির সামঞ্জস্য থাকে, একদিনের জন্যও তাহার পীড়া হয় না। পীড়া হইলে বুঝিতে হইবে যে আহারাদির অনিয়মে তেজঃ মন্দ হইয়াছে। দেহস্থিত তেজঃ বা বিদ্যুৎ দুর্ব্বল হইলে বায়ু শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। তাহাতে ক্রমে আহারে

অরুচি ও নানারূপ পীড়া হয়। যেরূপ কলকারখানায় জলাদি ও অন্যান্য সকল যন্ত্র ঠিক থাকিলেও বহ্নির শক্তি মন্দ হইলে কল আর চলেনা, সেইরূপ দেহস্থিত তেজঃ হীন-শক্তি হইলে পচনক্রিয়া শক্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না, তাহাতেই ক্রমে ক্রমে নানা রোগ উৎপন্ন হয়। যাহাতে তেজের শক্তি সবল থাকে এরূপ আহারাদি করিতে হইবে। দেহস্থিত বায়ুর যাহাতে গতিপথ অবারিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অধিক শ্রম বা অল্পশ্রম করা উচিত নহে। সহ্য ও আবশ্যকমত নিজ দেহ ও শক্তি অনুসারে শ্রমাদি করা বিধেয়। সমুদয় দেহেই আকাশ ব্যাপ্ত, দশ-ইন্দ্রিয়-দ্বারে আমরা তাহা উপলব্ধি করি। এমন কি নখের মধ্যেও আকাশ আছে, এইজন্য 'নখাকাশ'-কথাটি প্রচলিত আছে। এই আকাশ বা ব্যোম সকল মহাভূতের আদি-আধার। যাহাতে দেহ-মধ্যে আকাশের স্থান অব্যাহত থাকে, তাহা কর্ত্তব্য। সেইজন্য শাস্ত্রে আছে, উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। আহার্য্য বস্তুর তিনভাগ খাইবে, এক ভাগের কিছু অংশ পেয় জলে পূর্ণ করিয়া আর কিছু অংশ দেহস্থ বায়ুর চলাচলের জন্য রাখিয়া দিবে। বাহিরে আকাশ যেরূপ তেজঃ ও বায়ুর স্থান, দেহস্থ আকাশ ও সেইরূপ তেজঃ ও বায়ুর আধার। আকাশের স্থান অব্যাহত বা অবারিত রাখিলেই শরীর সুস্থ থাকিবে।

ব্যোম, তেজঃ প্রভৃতি সকল ভূতের আধার বলিয়া আধেয় তেজঃ প্রভৃতির কার্য্য করিবার সাহায্য করে। অনেকেই বোধ হয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যেখানে আগুন খুব জ্বলে (ঘরে আগুন

লাগিলে), সেখানেই আকাশে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে। যেখানে জলরাশি বা সমুদ্র সেখানেই মহাবায়ুর আবির্ভাব। অর্থাৎ পাঁচটি মহাভূতই বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ,—পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। তেজের শক্তি বা তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া দেহমধ্যে মরুৎ (বায়ু) আমাদিগের ভুক্ত-খাদ্যদ্রব্য হইতে সার রক্তাদি পোষণ করে, এবং উক্ত বায়ুই (শাস্ত্রে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান নামে প্রসিদ্ধ) আহারাদির সার গ্রহণ-পূর্ব্বক রক্তাদিতে পরিণমন ও মল মূত্র-অংশকে পৃথক করিয়া জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করে। বাহিরে যেরূপ ষ্টীমের (বহ্নি-বিদ্যুৎ-জলাদি-সম্ভূত বাষ্পের) তেজে কল পরিচালিত হইয়া বাষ্পীয়যান-বাহনাদি প্রায় প্রয়োজনীয় সকল কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ দেহ-মধ্যে সৌরতেজও আত্মোৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় তরঙ্গ বা শক্তিতে প্রাণাদি বায়ু-সকলকে কার্য্য করাইতেছে। এই বিজ্ঞানটি আর্য্য ঋষি গণের বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। তাই গায়ত্রীর অর্থ,—এই সর্ব্বলোক-ব্যাপ্ত জগতের প্রকাশক আমাদিগের হিতকারী বলিয়া প্রার্থনীয় সবিতা,—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রকাশক পরমব্রহ্ম বা সূর্য্যের তেজ যেন আমরা ধ্যান করি! যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিতেছেন। সবিতার অর্থ পরমব্রহ্ম ও সূর্য্য। কারণ সূর্য্যের উদয়ে তমোভাব হইতে জগতের প্রকাশ বা আবির্ভাব। তাই গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যের ধ্যান অর্থও অযুক্তি-যুক্ত নহে। এই সৌরজগতে সূর্য্যের তেজই সর্ব্ব-প্রধান তেজঃ। ইলেকট্রন্ (বিদ্যুতের সূক্ষ্ম উপাদান) ও

অন্যান্য যাবতীয় তেজ ও অগ্নি এই সূর্য্য তেজ হইতে আবির্ভূত। সূর্য্যকান্ত-মণির উপরে সূর্য্যতেজ পড়িলে নিকটে তুলা বা সোলা থাকিলে উহা প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঘূর্ণায়মান সূর্য্যের তেজ হইতে পৃথিবী আবির্ভাবের পরেই বিদ্যুতের কারণ ইলেক্‌ট্রন্‌ গুলি আবির্ভূত হইয়া উর্দ্ধতন আকাশ ব্যাপিয়া পৃথিবীর সন্নিহিত আকাশ ও পার্থিব-জীব-দেহ মধ্যস্থ আকাশে সর্ব্বদা বিরাজমান আছে। সহস্রকিরণ-রবির কিরণ যাহা আকাশ দিয়া পৃথিবীতে আসিতেছে, তাহার সহিত পৃথিবী-সন্নিহিত আকাশব্যাপ্ত ইলেক্‌ট্রনের যে কিছু সংযোগ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এইজন্য Hertzian waves প্রভৃতি সূর্য্যের প্রায় সকল কৃত্রিম কিরণ ইলেকট্রন্‌ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অধিক তরঙ্গ বা গতি শক্তি প্রকাশ করে। এক কথায় বলিতে গেলে সৌরতেজই কখনও বিদ্যুৎরূপে কখনও বা বৈশ্বানররূপে সব জীবের মধ্যে অন্নাদি পচন ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করেন। যেখানে আকাশ সেই খানেই বায়ু, ও সেইস্থানেই অব্যক্ত ভাবে সৌরতেজ ও ইলেক্‌ট্রন্‌ আছে।

সমুদয় তেজের আদি কারণ পরমব্রহ্ম অদৃষ্ট, আর দৃষ্ট সবিতাদেব। তাহা হইতেই অক্সিজেন্‌ প্রভৃতি গ্যাস আবির্ভূত হইয়া দেহমধ্যে বর্ত্তমান আছে। ঐ গ্যাস সকলের অব্যক্তভাবে সংযোজক সাঙ্গ-সৌরতেজকে আমরা এই জড়দেহমধ্যে চৈতন্যময় জীবনরূপে লাভ করিয়াছি। অতএব সৌরতেজই

স্বীয়োৎপন্ন ইলেক্‌ট্রন্ শক্তির সহিত দেহমধ্যে জীবনের কার্য্য করিতেছে ইহা প্রমাণিত হইল।

৪

এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে সৌরতেজঃ-সম্ভূত বিদ্যুতের বিষয় এখানে কিছু বলা অসঙ্গত হইবেনা। যেরূপ দুগ্ধ মন্থন করিলে তাহার সার হইতে ননী ক্রমে ঘৃত (তেজঃ) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সর্ব্বদা ইলেক্‌ট্রন্‌ময় আকাশ মন্থন করিয়া তাহা হইতে বিদ্যুৎ-সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রথমে তাহা তাম্রপাত্রাদিতে ধরিয়া ধাতুময় তার দিয়া সেই শক্তি সঞ্চালন করিয়া আলোক বাতাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে। বিদ্যুৎউৎপাদকযন্ত্র দেখিলেই আকাশমন্থনের ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়। একটি বড় চাকা বহ্নি-তেজে অথবা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রস্রবণের শক্তিতে বন্ বন্ করিয়া আকাশে সর্ব্বদা ঘুরিয়া থাকে, ও এইরূপে আকাশস্থিত ইলেকট্রন্‌গুলি সংগৃহীত হইয়া বিদ্যুৎরূপে পরিণত হইলে উহা তাম্রপাত্রে নীত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রায় সমুদয় আকাশে সৌরতেজও তদুৎপন্ন ইলেক্‌ট্রন ও বায়ু বিদ্যমান আছে। তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম বা এককথায় পৌরাণিক সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণদ্বারা সৌরজগতের প্রায় সকলকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। আমাদের দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারসকল আকাশময়। এবং ঐ আকাশে অব্যক্ত-

ভাবে অবস্থিত সাঙ্গ সৌরতেজদ্বারা বায়ু পরিচালিত হইয়া ভুক্ত খাদ্যাদি হইতে রক্তাদি সম্পাদন পূর্ব্বক দেহপোষণ করে। শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে যে রক্ত বহিতেছে, দেহমধ্যস্থিত বায়ু অব্যক্ত সাঙ্গসৌরতেজদ্বারা চালিত হইয়া এ সকল কার্য্য করাইতেছে।

মধ্যে মধ্যে আমরা বর্ষা বা শরৎকালে মেঘ হইলে আকাশে বিদ্যুৎ দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন যে যদি আকাশে সর্ব্বদা বিদ্যুৎ থাকে, তাহা হইলে মেঘ না হইলে তাহা দেখা যায় না কেন? মহাভূত আকাশে যাহাকে আমরা বাহিরে শূন্যময় অনুভব করিতেছি, (ইংরাজীতে ঈথার বলিলে যাহার স্পষ্ট অর্থ হয় না, কারণ ইহাই ব্যোম বা আকাশ, যাহার মধ্যে তেজঃ ও মরুৎ অদৃশ্য বা অব্যক্তভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান,) কোন দৃশ্যপদার্থরূপে আবির্ভূত হইয়া যখন দুইটী মেঘ খুব নিকটবর্ত্তী হয়, তখন উভয়ের ঘর্ষণে বা সবেগসংযোগে আকাশস্থ অব্যক্ত ইলেক্‌ট্রন্ বিদ্যুৎরূপে প্রকাশিত হয়। যেরূপ কোন লোককে ভূতে পাইলে ঐ ভূতাবিষ্ট লোকের মুখ-দ্বারাই ভূত কথা বলিয়া থাকে, শূন্য বায়ুরূপী ভূতের আকার না থাকায় মুখে কিছু বলিতে পারে না, সেইরূপ শূন্য আকাশে সর্ব্বদা তেজঃ-শক্তি অব্যক্তভাবে থাকিলেও কোন দৃষ্ট আধার ভিন্ন লোকচক্ষে সে তেজঃ পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা মেঘ দেখিতে পাই, তাই তাহাতে বিদ্যুৎও দেখিতে পাই। যখন আকাশ দেখিতে পাই না, তখন সেখানে বিদ্যুৎ কিরূপে দেখিতে পাইব? মহাভূতেরাও ভূতের ন্যায় কোন আধারে

স্বদেহস্থিত তেজঃ বা শক্তি প্রদর্শন করে। আকাশের ন্যায় এত বৃহৎ পদার্থ ত্রিজগতে আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর সন্নিহিত তাহার কোন অংশে স্থিত ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি কৌশলে বিদ্যুৎরূপে পরিণত হয়। মেঘরূপ আধারে বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইলে আমরা তাহা দেখিতে পাই। দেহাকাশস্থিত সৌর তেজ ও বিদ্যুৎ অতি সূক্ষ্ম, পরমাণু অপেক্ষা ও সূক্ষ্মতর। কেবল কার্য্য দেখিয়া আমরা তাহা অনুভব করি।

এই সৌর জগতে সকলজীবসৃষ্টির মূলকারণ সৌরতেজঃ-সম্ভূত ইলেক্‌ট্রন্। উহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দেহমধ্য হইতে আবির্ভূত শক্তি (তেজঃ) জীবসৃষ্টি করে এবং সেই একরূপ নিয়মে পরিচালিত হইয়া পশু পক্ষীকীটপতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্রজীবাদিরও স্বদেহস্থিত তেজঃ গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সজাতীয় জীব সকলের কারণ হয়। দিন দিন উক্ত তেজঃ শোণিতের সহিত গর্ভাশয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যথা-সময়ে সৌরতেজঃদ্বারা অক্‌সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্পের একত্র সংযোজনে উহা অচিন্তনীয় উপায়ে বা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চৈতন্যময় বা প্রাণময় জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জড় জীবদেহে অক্‌সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্পের সংযোজন না হইলে চৈতন্য আসিতে পারিত না। এবং সৌর তেজঃ স্বীয়োৎপন্ন ইলেক্‌ট্রন্ শক্তিতে বাষ্পাদিসংযোজন করিয়া দিয়াছে বলিয়া সৌরতেজই জীবন জানিবে।

সৌরতেজ ও ইলেক্‌ট্রন্ জীবনপোষণের কারণ পূর্ব্বাচার্য্য-গণও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া প্রথমে গায়ত্রী দ্বারা সূর্য্যের

উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যুৎশক্তি ও যে আমাদের জীবনপোষণের কারণ ইহা বুঝিয়া দেহমধ্যে যেরূপে বিদ্যুৎশক্তি সুরক্ষিত হয় তাহার উপায় করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ববর্ণের অভ্যুদয়প্রার্থী ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে চক্‌চকে তাম্র-কোশা-কুশি তাম্রকুণ্ড তাম্র-টাটে পুষ্প জলাদি রাখিয়া পূজাদি করেন। এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন-কালে তাম্রপাত্র অনেকক্ষণ ব্যবহৃত হয়। আকাশ হইতে বিদ্যুৎ সংগৃহীত হইলে প্রথমেই তাম্র তারদ্বারা বিদ্যুৎ নানাস্থানে নীত হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাম্রই বিদ্যুতের শক্তিচালক আধার। তাম্রপাত্র ব্যবহারে দেহস্থিত বিদ্যুৎ সুপরিচালিত হয়। বিদ্যুৎ-শক্তি চালনার জন্য আর্য্যগণ পূজা তর্পণাদির ব্যবস্থা তাম্রপাত্রে করিয়া গিয়াছেন। গণ্ডার-ব্যাঘ্র-প্রভৃতি জন্তুদিগের স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক শক্তি অধিক বলিয়া গণ্ডারের চর্ম্মে তর্পণের বিধি আছে। দুর্ব্বল বালকের বলবৃদ্ধির জন্য বাঘের নখ ধারণ করিতে দেওয়া হয়। এই সকল উদাহরণদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে সৌরতেজঃ স্বকীয়োৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সহিত আমাদিগের জীবনের কার্য্য করে। বিদ্যুৎ-শক্তি কমিয়া গেলে মানুষ দুর্ব্বল হয়, ক্রমে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

গ্রামোফোন্ ও ব্যোমের (বিদ্যুৎ-বায়ুযুক্ত আকাশ) সাহায্যে মোমের আধারে (রেকর্ড) গানাদি শব্দের ফটো তুলিয়া রাখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রসাহায্যে সেই সকল শব্দাদি পুনরুচ্চারিত হইয়া থাকে। ফনোগ্রাফে যিনি শব্দাদির ফটো তোলাইয়াছেন,

তিনি ইহা ভাল বুঝিতে পারিবেন। রাজসাহী কলেজে থাকিবার সময়ে আমি ফনোগ্রাফে বৈদিক মন্ত্রের ফটো তোলাইয়াছিলাম। প্রায় সকল অত্যদ্ভূত কার্য্য বিদ্যুৎবায়ুযুক্ত আকাশ বা ব্যোমও সৌরতেজের তরঙ্গে সম্পাদিত হইতেছে। কখন বিদ্যুৎ বেশী কাজ করে, কখন বা বায়ু কখন বা সৌরতেজের তরঙ্গ কখন বা আকাশ, কখন বা এই সকল পদার্থ মিলিত হইয়া সমানভাবে কাজ করিয়া এ সংসারে আমাদের উপকার করে। সবাক্‌চিত্র অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, উহা প্রায়ই ব্যোম ও বিদ্যুতের কার্য্য জানিবেন। যখন যেরূপ ভাবে লোকের সচল বা অচল সবাক্ বা নির্বাক্ চিত্র তোলা হইয়াছে, দেখাইবার সময়ে বিদ্যুৎশক্তির বলে চিত্রগুলি বড় আকার ধরিয়া ঠিক যেন পূর্ব্ববৎ বাক্যাদি বলে, গান করে, বাজনা বাজায়, বন্দুক ছোঁড়ে, ও যুদ্ধ করিয়া থাকে। বিদ্যুৎই যেন চিত্রিত পটগুলিকে স্বীয় শক্তি দ্বারা সজীব মানুষের মত কার্য্য করাইয়া থাকে। আবার ব্যোমের (বিদ্যুৎবায়ুযুক্ত আকাশ) কি অদ্ভুত শক্তি! গৃহের দেওয়ালের অন্তরালে একটি লোক আছে, অথচ ফটোগ্রহীতা ব্যক্তি ঘরে বসিয়া তাহার ফটো তোলেন। এই ব্যোমশক্তি দ্বারা কাশীস্থ লোকের ফটোও কলিকাতায় তোলা যায়। কারণ ব্যোম কাশী ও কলিকাতায় সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। ইহা ব্যোমের শক্তিতেই হয় জানিবে। আমেরিকাস্থিত লোকের সহিত তারশূন্য যন্ত্রে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান হয়। রেডিওতে দূরস্থানের গান, অভিনয় ও বক্তৃতা ঘরে

বসিয়া শোনা যায়। এ সকলই কোথায়ও ব্যোমের কোথায়ও বা সৌরতেজের তরঙ্গের কার্য্য বুঝিতে হবে। রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) ও আলট্রাভায়োলেট্ সূর্য্যের অন্যতম কিরণ এবং ইলেকট্রণ ও সূর্য্যতেজঃসম্ভূত। সুতরাং বিদ্যুতের সহিত এই দুইটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় পরস্পর মিলিত হইয়া এই দুইটী কিরণ অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগের উপশমের কারণ হয়। শীতপ্রধান স্থানে মুমূর্ষু বৃক্ষ লতা সকল বিদ্যুতের তাপে জীবিত হইয়া পল্লব-ফল-পুষ্প ধারণ করে ইহা দেখা যায়। এসংসারে সকল বিচিত্র কার্য্যই সৌর তেজঃ বিদ্যুৎ ও ব্যোম দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে বিদ্যুৎ-সহকারী সৌরতেজই জীবন। বিদ্যুতের সাহায্যে অব্যক্ত সৌরতেজঃ দেহাকাশমধ্যে যে সকল কার্য্য করে, তাহাতেই আমরা শক্তিমান্ হইয়া জীবিত আছি। বেদান্তে যে তৈজস আত্মার উল্লেখ আছে, উহা বিদ্যুৎ-সহকারী সৌরতেজঃ।

দেবতা পূজাপদ্ধতির পুরোহিত দর্পণে লেখা আছে যে পূজক প্রাতঃসূর্য্যতুল্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দেবতাকে সোঽহং চিন্তা করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুদাভা কুণ্ডলিনী শক্তির ভাবনাপূর্ব্বক পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে। বিদ্যুদাভা কুণ্ডলিনী-শক্তির চিন্তাদ্বারা দেহস্থ সৌরতেজ ও বিদ্যুৎরূপ জীবন লক্ষিত হইয়াছে। সাঙ্গ-সৌরতেজোরূপ জীবন ও দেবতার জীবন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ভাবিয়া দেবতার ধ্যান করিতে হয়।

বৈদ্যুতিক তারস্পর্শ করিলেই ভূমিস্থিত মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ইহার কারণ, অধিক শক্তিশালী বাহিরের বিদ্যুৎতার ধরিবামাত্র মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থিত সাঙ্গ সৌরতেজ অর্থাৎ সবিদ্যুৎ সৌরতেজোরূপ জীবন অভিভূত হয়, মানুষ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সূর্য্য হইতে তেজঃ বিদ্যুৎ ও পৃথিবী উৎপন্ন। ডাক্তারেরা বলেন, যে heartfail হইয়া মারা গিয়াছে। মানুষ পীড়ায় ভুগিলে বা নিজ শক্তির অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিলে তাহার দেহস্থিত অব্যক্ত সৌরতেজের সহিত বৈদ্যুতিক শক্তি বা জীবন অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, তখন লোকের অজ্ঞাতসারে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ইহাই heartfail।

বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ ব্যোমের সমধর্ম্মযুক্ত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দূরস্থ লোককে রেডিও দ্বারা গানাদি শোনাইতেছেন, আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশ হইতে অল্পক্ষণের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান করাইতেছেন, সেইরূপ কোন বৈজ্ঞানিকপ্রবর যদি দেহাভ্যন্তরস্থ জীবনরূপ সাঙ্গ (সবিদ্যুৎ) সৌরতেজে কি কি পদার্থ আছে জানিয়া সেই জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করিয়া নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন, জড়দেহস্থ জীবনরূপ তেজঃ নির্ব্বাণ বা বাহির হইবার সময়েই সেই কৃত্রিম সূক্ষ্মতেজঃ পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে শরীরমধ্যে প্রবেশ করাইলে মানুষ আরও কিছুকাল বাঁচিতে পারে। এক্ষণে জীবন কি যখন একরূপ স্থিরীকৃত হইল, তখন উহা কিরূপে পুষ্ট ও সুরক্ষিত হয়,

কিরূপে শীঘ্র নষ্ট না হয় তাহার উপায় করাও আর অসম্ভব হবেনা। মানুষ খুব পীড়িত হইলে দেহস্থ অকৃত্রিম অক্সিজেন্ বাষ্প দুর্ব্বল ও দূষিত হইয়া পড়িলে কৃত্রিম অক্সিজেন্ বাষ্প-প্রয়োগে জীবনীশক্তি রক্ষণের চেষ্টা এখনও ডাক্তারেরা করিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু কেবল অক্সিজেন্ বাষ্পপ্রয়োগে মানুষের জীবনরক্ষা কিরূপে হইবে? কার্‌বন্ (Carbon) নাইট্রোজেন্ (Nitreogen) অক্সিজেন্ (Oxygen) হাইড্রোজেন্ (hydrogen) প্রভৃতি বাষ্পসকলের সূক্ষ্মপরমাণু সাঙ্গ সৌরতেজঃ অর্থাৎ দেহা-কাশস্থিত বিদ্যুৎশক্তিযুক্ত অব্যক্তসৌরতেজের তরঙ্গে বা শক্তিতে বাষ্পগুলি সংযুক্ত হইয়া জীবনরূপে পরিণত হয়। তেজঃ চলিয়া গেলে অক্সিজেন্ বাষ্পগুলি বিযুক্ত হইয়া প্রাণধর্ম্মশূন্য হয়। তখন জীব মরিয়া যায়। তাই অক্সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্প সকলের একমাত্র সংযোজক প্রাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা কারণ সাঙ্গ সৌরতেজঃ জীবন, ইহা প্রমাণিত হইল। যেরূপ স্বর্ণ বা লৌহ উত্তাপে দ্রবীভূত না হইলে, তাহা হইতে কোন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারেনা, সেরূপ দেহস্থ বাষ্পগুলিও সৌরতেজের উত্তাপে এক না হইলে দেহ প্রাণময় হয় না। কেন এক হইল, ইহার সূক্ষ্মকারণ তেজঃ তাহা না বুঝিতে পারিয়া, বাহিরে অদৃশ্য বায়ুর মত বাষ্পগুলি প্রাণবায়ু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক তেজই জীবন, বাষ্পগুলি তাহার উপাদানমাত্র।

গীতায় আছে 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।' এই উল্লিখিত বৈশ্বা-নরই বেদান্তপ্রতিপাদিত তৈজস আত্মা, আমাদের মতে সবিদ্যুৎ

সৌরতেজঃ বা জড়দেহস্থিত চৈতন্যময় জীবন। আর্য্যশাস্ত্রের মতে প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু দেহমধ্যে আছে। সেই বায়ু তেজদ্বারা অনুপ্রাণিত বা পরিচালিত না হইলে রাজোগুণ বায়ু নিষ্ক্রিয় হয়। দেবীমাহাত্ম্যে বা চণ্ডীতে আছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্বগুণ বা তন্ময় সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণু নিদ্রা বা মোহাবৃত, অতএব স্বকার্য্য করিতে অক্ষম। রজোগুণ সৃষ্টির কারণ তমোগুণের মল অংশময় দৈত্যদ্বারা ধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে আর সৃষ্টি হইতে পারিবে না। পরন্তু সৃষ্টিলোপ পাইবে এই আশঙ্কায় রজোগুণময় স্রষ্টার আন্তরিক চেষ্টায় সত্ত্বের মোহ দূরীভূত হইলে সত্ত্বগুণময় ভগবান্ তমের মলঅংশরূপদৈত্য ধ্বংসপূর্ব্বক সৃষ্টি রক্ষার উপায় করিলেন।

দেহস্থিত সাঙ্গ সৌরতেজঃ (সত্ত্ব) স্বীয় শক্তিতে দেহস্থিত বায়ুদিগকে পরিচালিত করিয়া কার্য্য করিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস (রজঃ) সেই তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। তেজঃশূন্য হইলে এই জড় দেহ পচিতে বা নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই দেহমধ্যস্থিত একমাত্র অব্যক্ত তেজঃ আমাদের আমিত্ব রক্ষা করিতেছে, প্রাণাদিবায়ুদিগকে কার্য্য করাইতেছে। আহারাদির দোষে এই তেজঃ ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইলে আমাদের পীড়া হয়। বালকদিগের হঠাৎ পীড়া হইলে লোকে বলে দুষ্ট লোক বা ডাইন্ দৃষ্টি দিয়াছে। যাহা হউক, জল পড়া দিলে সে বালক আবার সুস্থ হয়। কোন সুস্থ, সবল, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মন্ত্র পড়িয়া স্বীয় বিদ্যুৎশক্তি জলে দিয়া পীড়িত বালককে সেই জল পান করায়, কেহ বা বালকের গায়ে হাত বুলাইতে

বুলাইতে স্বীয় শক্তি প্রয়োগে বালককে নিরাময় করে। যে কোন কারণে বালকদিগের দেহস্থ তেজঃ হীনশক্তি হইলে তাহারা অসুস্থ হয়, অন্যের নিকটে সেই শক্তি পাইয়া আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।

সমুদয় জীবগণের সন্তানাদি জন্মের একমাত্র কারণ দেহনির্গত শক্তি বা তেজঃ। উহা সৌরতেজঃসম্ভূত দেহাভ্যন্তর-রস্থ বিদ্যুতের শক্তিতে আবির্ভূত। উহা বিদ্যুতের ন্যায় দুইটী বস্তুর সংঘর্ষণে উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম তেজঃ। ঐ তেজের অপব্যবহারে সন্তানাদি হয় না, হইলে ক্ষীণজীবী বা অল্পজীবী হয়। কোন পুণ্যব্রতাদিদিবসে ও জন্মতিথিতে গরম জলে স্নান নিষিদ্ধ। কারণ কৃত্রিম গরমজলে দেহের তেজঃ বিকৃত হয়। পুণ্য পর্ব্বদিনে ও জন্মতিথিতে তাহা করা উচিত নহে। দেহস্থ তেজঃ বা বিদ্যুৎশক্তি সবল রাখিবার জন্য মস্তকে শিখা রাখিবার বা পাগড়ী ও টুপি পরিবার ব্যবস্থা আছে। মস্তিষ্কই বিদ্যুতের প্রধান স্থান। সেজন্য বিদ্যুতের পোষণ করা কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যহ স্নান ও মিতাহারে শরীর ও মন সুস্থ থাকিলেই জীবন সবল থাকে। কৃত্রিম উপায়ে তাহা দুর্ব্বল ও নষ্ট হয়। সেইজন্য রোগ হইলে সুবিজ্ঞচিকিৎসকদ্বারা রোগনির্ণয় করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণে ঔষধ সেবন করিবে। চিকিৎসকের উপদেশ অনু-সারে স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে রোগী শীঘ্র সুস্থ হয়। আনাড়ী চিকিৎসকের ব্যবস্থায় অধিক ঔষধ সেবন

করিলে রোগী মারা যায়। অতএব দেহস্থ বিদ্যুৎ যাহাতে কার্য্যক্ষম থাকে সর্ব্বদা সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

এস্থানে মেস্‌মেরিজমের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মেস্‌মেরিজম্‌কারী দুর্ব্বল ব্যক্তিকে স্বীয় বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া নিজায়ত্ত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহার মানসিক শক্তির উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিয়া স্বেচ্ছামত অনেক কার্য্য করাইয়া থাকেন। ক্ষীণবিদ্যুৎশক্তি দুর্ব্বল-ব্যক্তির উপরে অধিক বিদ্যুৎশক্তিশালী তেজস্বী জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই মেস্‌মিরিজম্ করিতে অধিক কৃতকার্য্য হয়েন।

হিংস্র ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুরও বৈদ্যুতিক শক্তি বা জীবনী-শক্তি অতি প্রবল। বাঘ মানুষ বা মৃগাদি শীকার করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ক্ষণকাল লক্ষ্য করে, যদি তাহাকে দেখিয়া মানুষ বা দুর্ব্বল জন্তুরা ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়, বাঘ তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করে। যদি কোন ব্যক্তি বাঘ যেরূপ লক্ষ্য করিতেছে, তার দিকে সেইরূপ একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া শারীরিক তাড়িত শক্তির বলে হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া স্বশক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে বনের বাঘ বনে পলাইয়া যায়, কখন তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। সার্কাস খেলায় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে ক্রীড়ক বাঘকে কিরূপ বিড়ালের মত বশীভূত করিয়াছে।

গ্রামোফোন ও সবাকচিত্রের বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এগুলি ব্যোমের (বিদ্যুৎ বায়ুযুক্ত আকাশের) লীলাক্ষেত্র। বিদ্যুৎ (তেজঃ) বায়ু ও আকাশ বা সত্ত্ব, রজঃ তমঃ বিভিন্ন

হইলেও প্রায় একসঙ্গে থাকে ও অনেক সময়েই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।

ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গর্ভাশয়ে শোণিত ও তেজঃ বা শুক্র দ্বারা জড় ভ্রূণ উৎপন্ন হইলে তাহার ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে যথাকালে অক্সিজেন্‌বাষ্প প্রভৃতির সংযোজনে প্রাণধর্ম্ম বা জীবন সংঘটিত হয়। যেরূপ ঘটপটাদি পবিত্র বস্তু দেবতার অধিষ্ঠান আধার' মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইলে দেবতারা সেই পবিত্র আধারে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতভাবে উপস্থিত হইয়া যজমানের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক কল্যাণ করেন,ইহা ভক্তলোকের বিশ্বাস। সেইরূপ জড়দেহে প্রাণধর্ম্ম বা জীবন হইবামাত্র সর্ব্বস্থানব্যাপী পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম জীবাত্মরূপে সেই জীবনে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। তখন জীবাত্মার অধীন ইন্দ্রিয়গণও (বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) স্ব স্ব শক্তির সহিত সেই সজীব দেহে স্বস্বস্থানে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া স্বভাবতঃ (আপ্‌না-আপ্‌নি) নিজ নিজ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সৌরতেজঃ—যাহা হইতে ইলেক্‌ট্রন্‌ বাহির হইতেছে, পৃথিবী সন্নিহিত বায়ুময় আকাশে যাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই সাঙ্গ সৌরতেজই জীবন। সূর্য্যের একটী নাম সহস্ররশ্মি। তাহার মধ্যে কতক রশ্মি বা কিরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও অনেক রশ্মি আমাদের জ্ঞানের নিকটে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে। সেই সৌরতেজঃ বাহ্যআকাশ ও দেহমধ্যস্থিত আকাশে সর্ব্বত্র অব্যক্ত ও ব্যক্তভাবে বিরাজমান। সেই তেজ আত্মোৎপন্ন ইলেকট্রনের বলে আত্মোৎপন্ন অকসিজেন্

প্রভৃতি বাষ্পগুলিকে গর্ভাশয়স্থ ক্ষুদ্র জীব বা ভ্রূণের মধ্যে প্রদান করিয়া যথাযথভাবে সেই বাষ্পগুলি একত্র মিলিত করিয়া আমাদের জীবন সৃষ্টি করেন। তাই সেই সৌরতেজই নিজ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বাষ্পগুলির সংযোজন দ্বারা জীবগণের জীবনরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাপ্রমাণিত হইল।

Every one is familiar with the fact that when the surface of a body illuminated for some time by a ray of sun-light the temperature of the body is raised. It may be shown that the sun is the only ultimate source of heat which is of much importance to us on the earth. It has often been pointed out that the heat obtained from burning coal is derived from energy originally stored up under the action of sunlight by the plant from which coal was formed. We are entirly dependent on the heat which is derived, either directly or indirect from the sun. (Heat, page 436) ভাবার্থ, সকলেই জানেন যে কোন বস্তু রৌদ্রে থাকিলে উহার উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়। সূর্য্যই উত্তাপের মূলকারণ। ঐ উত্তাপ বা তেজঃ এই সৌরজগতে সকল প্রাণীর উপকারী বলিয়া অবশ্য সেবনীয়। প্রজ্বলিত কয়লা হইতে আমরা যে উত্তাপ পাই তাহার মূলেও সেই সৌরতেজঃ। কয়লার উপাদান কারণ বৃক্ষলতাদি বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যের সেই তেজঃ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্তাপপ্রাপ্তি বিষয়ে আমরা সূর্য্যের নিকটেই সম্পূর্ণঋণী।

বহুকাল পূর্ব্বে নেপোলিয়ান সেন্তহেলেনাতে তাঁহার সঙ্গীদিগকে এই কথা বলিয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। On one occation he (Napoleon) astonished his companions at St. Helena by breaking out, "Were I obliged to have a religeon I would worship the sun, the source of all life, the real God of the Earth."

ভাবার্থ···'আমি ধর্ম্মগ্রহণে বাধ্য হইলে সকল জীবনের কারণ এই পার্থিব জগতের ঈশ্বর সূর্য্যদেবকে পূজা করিব।'

৫

ব্যাক্‌টিরিয়াম্ অতিক্ষুদ্র জীবাণু, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না। ঐ সকল ক্ষুদ্র জীবাণু জন্মিবামাত্রই আহারান্বেষণে ব্যস্ত হয়, কোন কারণে ভয় পাইলে পলাইয়া যায়, সজাতীয় জীবাণু উৎপাদন করিয়া দলবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। যখন এই ক্ষুদ্র জীবাণুর জন্মাবধি এরূপভাব স্বাভাবিক দেখা যাইতেছে, তখন মানুষ ও পশুপক্ষী সকলের গর্ভাশয়মধ্যে ভ্রূণের দেহে অক্সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্পের সংযোজক সাঙ্গ সৌরতেজঃ জীবনরূপে পরিণত হইলে জীবাণুদিগের ন্যায় ইহাদের ও যে সেই সমুদয় ভাব আপনাআপনি জাগরূক হয় তাহা বলা বাহুল্য। জীবনধর্ম্ম-সম্পন্ন হইলেই জীবাত্মা অব্যক্ত-কারণে একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত সেই সজীব

দেহে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। সেই সময়েই বৃদ্ধিপ্রবৃত্তিসকল ক্রমে ক্রমে হইতে থাকে। সেই ভ্রূণ যথাকালে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইলে কাঁদে। মুখের মধ্যে মধুদিলে খায়। খাবার জন্য কাঁদিলে মাতার স্তন্য দুগ্ধ খাইয়া চুপ করে। ঐ বালক ক্রমে দিন দিন যত বড় হয়, ভয় পায়, হাস্য করে, পরে কথা কহিতে আরম্ভ করে। এবং ক্রমে ক্রমে বুঝিতে ও চিন্তা করিতে সমর্থ হয়।

জীবন হইলেই অব্যক্তকারণে বা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অন্যান্য সকল ভাবই আপনা-আপনি (instinct) দেহমধ্যে আবির্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়সকল ও ক্রমে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ১১টী ইন্দ্রিয়,—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় : বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন অন্তরিন্দ্রিয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত উক্ত মনের অবস্থা-ন্তরমাত্র। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তরিন্দ্রিয় মন, নিশ্চয়াত্মক মন বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব, বোধাত্মক মন চিত্ত, অহং-ভাববোধক অভি-মানাত্মক মন অহঙ্কার। অন্তরিন্দ্রিয়-মনদ্বারা পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্য করে। জীবন হওয়ার পর দেহায়-তনের বৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকিলে জীবাত্মা বা জীবনযুক্ত দেহী সকল কার্য্যের ফল ভোগ করেন। অতএব অক্সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্পসকলের একমাত্র-একত্র-সংযোজক সাঙ্গ (সবিদ্যুৎ) সৌরতেজই জীবন প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে জীবনবিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সাহেব প্রবরদিগের

কিরূপ মত প্রদর্শন করিব। Dr P. C. Mitchell, M. A. T. R. S., D. Sc. L. L. D জীবনবিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন —

E. Pflüger has argued that the analogy between living protein and the compound of cyanogen are so numerous that they suggest cyanogen as the starting point of protoplasm. Cyanogen and its compounds so far as we know, arise only in a state of incandescent heat. Pflüger suggests that such compounds arose when the surface of the earth was incandescent, and that in the long process of cooling, compounds of cyanogen end hydrocarbons passed into living protoplasm by such processes of transformation and polymerization as are familiar in the chemical groups in question, and by the acquisition of water and oxygen. His theory is in consonance with the interpretation of this structure of protoplasm as having behind it a long historical architecture and leads to the obvious conclusion that if protoplasm be constructed artificially it will be by a series of stages and that the product will be simpler than any of the existing animals or plants.

Until greater knowledge of protoplasm and particularly of protied has been acquired, there is

no scientific room for the suggestion that there is a mysterious factor differentiating living matter from other matter and life from other activities. We have to scale the walls, open the windows and explore the castle before crying out that it is so marvellous that it must contain ghosts.

As may be supposed, theories of the origin of life apart from doctrines of special creation or of a primitive and slow spontaneous generation are mere fantastic speculations. The most striking of these suggests an extra-terrestrial origin. H. E. Richter appears to have been the first to propound the idea that life came to this planet as cosmic dust or in meteorites thrown off from stars and planets. Towards the end of the 19th century Lord Kelvin (then Sir W Thompson) and H. Von Helmholtz independently raised and discussed the possibility of such a ı origin of terrestrial life, laying stress on the presence of hydro-carbons in meteoric stones and on the indications of their presence revealed by the spectra of the tails of comets. W. Preyer has criticized such views, grouping them under phrase "Theory of cosmozoa" and hss suggested that living matter preceded inorganic matter. Preyer's view, however, enlarges the conception of life until it can be applied to the phenomena of

incandescent gases and has no relation to deas of life derived form observation of the living matter we know.

"From the point of view of exact science life as associated with matter, is displayed only by living bodies,—by all living bodies and is what distinguishes living bodies from bodies that are not alive. Herbert Spencer's formula that life is "that continuous adjustment of internal relations to external relations"—was the result of a profound and subtle analysis, but omits the fundamental consideration that we know life only as a quality of and in association with living matter.

* * * *

"Protoplasm, the living material contains only a few elements, all of which are extremely common and none of which is peculiar to it. These elements, however, form compounds characteristic of living substance and for the most part peculiar to it. Protied, which consists of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulphur, is present in all protoplasm, is the most complex of all organic bodies and, so far, is known only from organic bodies.

We attain, therefore, our first generalized description of life as the property or peculiar quality of a substance composed of none but the more common elements, but of these elements grouped in various ways to form compounds ranging from protied, the most complex of known substances to the simplest salts.

Life is not a sum of the qualities of the chemical elements contained in protoplasm, but a function first of the peculiar architecture of the mixture, and then of the high complexity of the compounds contained in the mixture. The qualities of oxygen and hydrogen, and still less can we expect to explain the qualities of life without regard to the immense complexity of the living substance.

ভাবার্থঃ—শ্রীযুক্ত ই ফ্লুগার বলেন সিয়ানোজেন (একভাগ নাইট্রোজেন ও আর একভাগ কারবন্ রাসায়নিক উপায়ে সম্মিলিত একরূপ যৌগিক পদার্থ) ই ক্রমে জীববীজের কারণ হইয়াছে। এই সিয়ানোজেন শ্বেতবর্ণ-বাষ্পীয়-উত্তাপ-সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার মতে পৃথিবীর উপরিভাগের তাপ-অবস্থার সময়েই জীববীজের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে থাকিলে ঐ সিয়ানোজেন্ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে ও জলাদির সংযোগে জীববীজে পরিণত হয়। জীববীজ

ও প্রোটীন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আরও অধিকপরিমাণে পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্যান্ত জীবন যে একটি অপার্থিব পদার্থ বৈজ্ঞানিকেরা ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিবেন না। শ্রীযুক্ত এইচ, ই রিচ্টার (H. E. Richter) এর মতে সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রাদির তেজঃ হইতে বিশ্লিষ্ট উল্কাপিণ্ডের সহিত এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৯ শতাব্দীর শেষে লর্ড কেলভিন্ (তৎকালে সার ডব্লিউ থম্সন্), এবং এইচ্ ভন হেলম্হোলট্জ ধূমকেতুর পুচ্ছভাগে ঐরূপ উল্কা আছে, শ্রীযুক্ত রিচ্টার সাহেবের এই মত পোষণ করেন। শ্রীযুক্ত ডব্লিউ প্রেয়ারের মতে প্রথমে জীবনযুক্তপদার্থসমূহের আবির্ভাব হয় এবং পরে প্রাণহীন পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিজ্ঞানমতে দেহের সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে আভ্যন্তরীণ গুণের সহিত বাহ্যগুণের সমতা রক্ষার যে অবিশ্রাম চেষ্টা তাহাই জীবন। অতি বংসামান্য মৌলিক পদার্থই জীববীজের উপাদান গুলির বিচিত্র-সংমিশ্রণটী কেবল জীবন্ত দেহেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জীব বীজেই প্রোটীন আছে। সুতরাং জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রথমজ্ঞান এই যে ইহা সামান্য মৌলিক পদার্থসমূহেরই সংযোগ ফল। এই সংযোগের ফলেই অতি জটিল বা দুর্বোধ প্রোটীন্ হইতে লবণজাতীয় সামান্যপদার্থসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ জলের গুণ বিশ্লিষ্ট হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন্ বাষ্পে পাওয়া যায় না, সেইরূপ অতিজটিল জীবনের গুণসমূহও মৌলিক উপাদান গুলিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত এ মী সাহেবের সম্পাদিত Book of Knowledgeএ লিখিত আছে ঃ—

Life was born in the ocean, and the ocean now holds and supports by far the greater number of all the living things upon our earth. The first living things must really have been kinds of plants, because being the first living things, they had nothing but the simplest kind of food to live upon, and plants are the only things that can live these simple kinds of food.

The first living things must have swam ashore--helped, perhaps, by the moon, which makes the tides, so that life, washed ashore by one tide and carried back by another, could grow used to the land without a sudden change.

ভাবার্থ,—সমুদ্রেই জীবনের প্রথম উৎপত্তি; এবং পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত পদার্থের মধ্যে এক্ষণে অধিকসংখ্যকই সমুদ্রে থাকিয়া সম্পোষিত হইতেছে। খুব সম্ভব প্রথমে জীবন্ত পদার্থ গুল্ম জাতীয়ই হইয়াছিল। কারণ, তৎকালে গুল্মজাতীয় জীবন্ত পদার্থেরই জীবন-ধারণোপযোগী যৎসামান্য খাদ্য মাত্র ছিল। জোয়ার ভাটার কারণ চন্দ্রের সাহায্যেই সম্ভবতঃ ঐ পদার্থগুলি সমুদ্রের জল হইতে তীর ভূমিতে আসিয়াছিল। ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে জোয়ার ভাটার শক্তিতে একবার তীরের দিকে যাইয়া আবার জলে নীত হইয়া ক্রমে ঐ জীবন্ত পদার্থগুলি-গুল্মাদি স্থলের সংস্পর্শে

অভ্যস্ত হইয়াছিল। এবং এইরূপে হঠাৎ আর অন্য কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় ঐ ক্ষুদ্র গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্থলে নানাজাতীয় জীবন্ত পদার্থের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

সমুদ্রের জলেই জীবন্ত পদার্থের প্রথম উৎপত্তি, ইহা কোনও কোনও প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মত। আবার কয়েকজন প্রাতীচ্য পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর উত্তাপ অবস্থার সময়েই জীববীজের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। আর কেহ কেহ অনুমান করেন যে যেরূপ উল্কাপিণ্ড সৌরগ্রহ হইতে আবির্ভূত, সেইরূপ জীবনও উল্কাদির মত সৌরগ্রহ হইতেই প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে। যাহা হউক সৌরতেজই জীবন যাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতীচ্যপণ্ডিতদিগের মতেও তাহাই একরূপ সমর্থিত হইল।

অক্সিজেন্ প্রভৃতি বাষ্পসকল, বিদ্যুতের কারণ ইলেক্‌ট্রন্-গুলি, তেজঃ, আলোক, গতিশক্তি ও তরঙ্গসমুদয়, প্রথমে বাষ্পরূপে স্থিত সমুদয় তৈজসপদার্থ, স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু সকল উপাদান বস্তু—এই সকলই ব্যোমের আভ্যন্তরীণ তেজোময় সূর্য্য হইতে সূক্ষ্ম ও অব্যক্তভাবে আবির্ভূত বা প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্নপদার্থরূপে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ এই সৌরজগতে সূর্য্যই সকল পদার্থের একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা বা মুখ্য-কারণ। ধাতু-সকল তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্যসকল এখনও তৈজসপাত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

Atomic Theory বা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত পরমাণুবাদ এক্ষণে সম্পূর্ণ সত্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সকল পদার্থ পরমাণুসমষ্টিমাত্র। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুগুলি সৌর তেজঃ বা বৈদ্যুতিক শক্তির বলে পৃথক করা যায়। বেতারবার্ত্তাপ্রেরণ ও টেলিগ্রাফিতে আলোকশক্তির চলাচলের মত বৈদ্যুতিকশক্তির সাহায্যে ঈথার বা ব্যোমের মধ্যে যেরূপ তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, এবং রিসিভিং ষ্টেসনে যন্ত্রসাহায্যে ঐ তরঙ্গকে আবার যেরূপ বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করা যায়, সেইরূপ দৃশ্যমান সকল পদার্থের পরমাণু সৌরতেজ বা বিদ্যুতের সাহায্যে বিশ্লেষিত ও পুনরায় সংযোজিত করা যাইতে পারে। গতিশক্তিতরঙ্গ সকল তৈজস পদার্থেই আছে তাই জার্ম্মান দেশীয় আইনষ্টিন, সাহেব বিদ্যুতের সাহায্যে সোণার পরমাণু বিশ্লেষিত করিয়া গতিশক্তিআবিষ্কার-পূর্ব্বক বহ্নিজলোৎপন্নবাষ্পব্যতিরেকেও যাহাতে সেই শক্তি দ্বারা ট্রেণ অল্প ব্যয়ে ও অতি দ্রুত চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়াছেন। পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা স্বর্ণকে লৌহ ও লৌহকে স্বর্ণ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাও হইতেছে। সকল বস্তুই যখন সূক্ষ্ম-অব্যক্ত পরমাণু সমষ্টিময় তখন সকল বস্তুই সকল বস্তু হইতে পারে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সর্ব্বাত্মক-বাদটী ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

৬।

প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের সূর্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রদর্শন করিব। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া সূর্য্যতেজ হইতে যতটুকু

অংশ পাইতেছি, তাহা না পাইলে বাঁচিতে পারিতাম না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের জীবনের ও জীবন ধারণোপযোগী সকল পদার্থের সূর্য্যই একমাত্র মূলকারণ। এই পৃথিবীর উপরে এক সময়ে যদি সকল সূর্য্যতেজ আসিয়া পড়িত, সাগর পর্ব্বতাদির সহিত এই পৃথিবী এক মুহূর্ত্তেই সৃষ্টির পূর্ব্বের মত গ্যাস বা বাষ্পে পরিণত হইত। এরূপ অনেক রাসায়নিক (কেমিক্যাল) বস্তু আছে একমাত্র সৌরতেজঃ বা বিদ্যুৎ ভিন্ন কোনরূপে তাহার বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই এক্ষণে জার্ম্মান দেশীয় আইনষ্টিন সাহেব সৌরতেজ বা বিদ্যুতের শক্তিতে সোণার পরমাণু বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকবর শ্রীযুক্ত Gallelio গ্যালিলিও সাহেব বলিয়াছেন যে লৌহাদি ধাতুতে যে চুম্বকশক্তি আছে, তাহাও দূরস্থ সৌরতেজদ্বারা সম্পাদিত।

পৃথিবী সূর্য্য হইতে আবির্ভূত হওয়াতেই ইহার নিম্নভাগ (যেখানে শীতল বাতাস প্রবাহিত হইতে পারে না) এখনও উত্তপ্ত ও তরল অবস্থায় আছে। উপরিভাগ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়াছে। পৃথিবী সূর্য্যসম্ভূতবলিয়া সূর্য্যে বা সৌরগ্রহমধ্যে যে সকল ধাতু ও প্রস্তরাদি আছে পৃথিবীর মধ্যেও সেই সকল আছে। নিম্নস্থিত তরল উষ্ণ পদার্থ সৌর-তেজের শক্তিতে অতিশয় উষ্ণ হইলে বহির্গত হয়। যেরূপ জল বেশী উষ্ণ হইলে ফুটিয়া পাত্র হইতে বাহিরে পড়ে, উষ্ণ দুধ ফুটিয়া কড়া হইতে পড়ে, সেইরূপ অভ্যন্তরস্থ তাপ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর নিম্নস্থ উষ্ণপদার্থসকল বেগে

উপরিভাগে উত্থিত হয়। কখন জলাকারে উঠিয়া উষ্ণপ্রসবণ-রূপে বাহির হয়, কখন বা প্রস্তরকর্দ্দমবাষ্প-অগ্নিরূপে বাহির হইয়া আগ্নেয়গিরির কার্য্য করে। উষ্ণ ও শীতপ্রস্রবণ ও আগ্নেয়গিরির সৌরতেজই কারণ। উল্কাপিণ্ডেরও সূর্য্যতেজই কারণ। লৌহ, তাম্র, টিন প্রভৃতি প্রায় ১২।১৩টী পদার্থ উল্কাপিণ্ডে আছে। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই উল্কাপিণ্ডেও তাহা নাই। খনিতে বিশুদ্ধ ধাতু পাওয়া যায় না, অথচ উল্কাপিণ্ডে তাহা পাওয়া যায়। উল্কাপিণ্ড সৌরগ্রহ হইতে উৎপন্ন, পৃথিবী হইতে নহে। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে সৌর-গ্রহাদির মধ্যে ও পার্থিব বস্তু সকল আছে। উল্কাপিণ্ডও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পৃথিবীর সন্নিহিত হইলে মাধ্যাকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবীর উপরে পতিত হয়। প্রতীচ্য-পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য সকল দৃশ্যমান তারকা মণ্ডলের রাজা, কিন্তু গ্রহ নহে;—সূর্য্যকে যাহারা প্রদক্ষিণ করে তাহারাই গ্রহ। প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যও একটি অন্যতম গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপ্চুন প্রভৃতি গ্রহ সূর্য্যমণ্ডলের নিকট হইতে উত্তরোত্তর দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র (প্রতীচ্যপণ্ডিত-দিগের মতে উপগ্রহ, প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মতে গ্রহ) পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। অন্যান্য গ্রহেরও অনেক উপগ্রহ আছে। ধূমকেতু জ্যোতিষ্কপদার্থ সূর্য্যতেজে অধিক জ্যোতিষ্মান্ হইয়া পরিভ্রমণ করে। উপরিকথিত গ্রহ-উপগ্রহাদির কিরণ বা তেজঃ অল্পাধিক পৃথিবীর উপরে পড়িতেছে।

সূর্য্যের আকার ও গঠন সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করেন। সূর্য্যদেহ আয়তনে প্রায় ১০দশ লক্ষাধিক ভূলোকের সমান। তবে ঘন (নিরেট) ভূপিণ্ডে যে পরিমাণ পদার্থ আছে সূর্য্যদেহে সে পরিমাণ পদার্থ নাই। সূর্য্যদেহ পিণ্ডটী একটী ফাঁপা বৃহৎকায় তেজোময় বাষ্পগোলক মাত্র। ভূমণ্ডলের উপরে যেরূপ বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্য্যদেহের উপরে সেইরূপ বায়ুমণ্ডল আছে। তবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত সূর্য্যের বায়ুমণ্ডল নহে। সূর্য্যের বায়ুমণ্ডল নানাবিধ হাল্কা গ্যাস বাষ্পের স্তর মাত্র পৃথিবীতে আমরা যে সকল পদার্থ উপভোগ করিতেছি ও প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই সকল পদার্থের অতিসূক্ষ্ম পরমাণু বাষ্পরূপে সূর্য্যে ও সৌরগ্রহে বিরাজমান। অবিশ্রান্ত বর্ণনাতীত দ্রুতবেগে চক্রাকারে সূর্য্য ঘুরিতেছে, ইহার (সূর্য্যের) কেন্দ্রভাগে বা কাঠামোতে পরমাণু হইতে ইলেকট্রন্‌গুলি সর্ব্বদা সংগৃহীত হইতেছে, আবার সেই বিদ্যুতের কারণ ইলেকট্রন্‌গুলি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষবার সূর্য্যকেন্দ্র হইতে খসিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য দৃশ্যমান সকল বস্তুর বাষ্পাকারে উপাদান ও বহুল ইলেক্‌ট্রন্ পুঞ্জই সূর্য্যবিম্বের কেন্দ্র বা কাঠাম। সূর্য্য ও সৌরগ্রহাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে এই নীহারিকাময় আকাশে ইহাদের (সূর্য্যাদির) দেহ কেবল ইলেক্‌ট্রন্ (electron) ও প্রটন্ (proton) সমষ্টিময় ছিল। ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রটন ঘনীভূত তেজঃশক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। পরমাণুমাত্রই প্রভূত তেজঃশক্তির আধার। সর্ব্বশক্তিময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন মানুষে স্বচেষ্টায় এ পর্য্যন্ত পরমাণুর সেই শক্তি আবিষ্কার ও

করায়ত্ত করিতে পারে নাই। অনেক বিষয় মানুষের অজ্ঞাত থাকিলেও প্রকৃতির নিকটে তাহা অজ্ঞাত নাই। তাই সূর্য্যগর্ভে এই আণবিক শক্তি অনবরত তেজোরূপে বিচ্ছুরিত হইতেছে। এবং পরমাণু ধ্বংসজাত সেই তেজঃ বা শক্তিই সূর্য্যের তেজঃ আলোক ও শক্তির মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সূর্য্য সম্বন্ধে প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মত সংক্ষেপে বলিলাম। কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতেরা সবিতাদেবকে পরমব্রহ্মের স্বরূপ গ্রহরাজ ও জীবনের জীবন ধারণোপযোগী পদার্থ সমূহ এবং সকল তেজঃ আলোক গতি ও শক্তির একমাত্র কারণ ও সর্ব্বরোগনাশক বলিয়া জানেন। এইজন্য গায়ত্রীদ্বারা তাঁহার সেই বরেণ্য তেজকে নিত্য উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এক্ষণে উপসংহারে আমাদের প্রাচীন উপনিষৎ হইতে এই প্রবন্ধের পোষক কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিব।

অথ কবন্ধী কাত্যায়ণ উপেত্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্! কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি। ৩। একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া কবন্ধী কাত্যায়ণ ভগবান্ পিপ্পলাদ মহর্ষির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই উৎপত্তিশীল জীবগণ কোথা হইতে জন্মলাভ করে?

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো হ প্রজাপতিঃ স তপোঽত-প্যত, স তপস্তপ্ত্বা স মিথুন মুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। তিনি (পিপ্পলাদ) কবন্ধীকে বলিলেন, প্রজাপতি নিজ করণীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক

হইয়া অর্থাৎ কামি সর্ব্বাত্মক প্রজাপতি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিব এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন যথার্থ কর্ম্মকারী তদ্ভাব-ভাবিত অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের সেই প্রজাপতি ভাবনাযুক্ত আত্মাই বর্ত্তমান কল্পের আদিতে হিরণ্য গর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টি বিষয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্ব্ব সংস্কারকে উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন। পরে তপস্যা করিয়া শাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টির সাধন বা সহায় রয়ি ও প্রাণ অর্থাৎ চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ আদিত্য (অগ্নিরূপ) ভোক্তা অর্থাৎ এই উভয় মিথুন সৃষ্টি করিলেন। এই ভোক্তা ও ভোজ্য বা অন্নস্বরূপ অগ্নিষোম সূর্য্য ও চন্দ্র বহুরূপে আমার প্রজাগণকে সৃষ্টি করিবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমাঃ। ৫। সূর্য্যই প্রাণ ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ, এবং চন্দ্রই রয়ি অর্থাৎ সোম অন্নস্বরূপ। এক তেজের তিনটি অবস্থা আধিদৈবিক সূর্য্য, আধিভৌতিক অগ্নি, ও আধ্যাত্মিক জঠরাগ্নি, (উষ্মা) যিনি প্রাণ অপানের সহযোগে ভুক্ত অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য পরিপাক করেন। জীবভোজ্য যাবতীয় সমস্তই চন্দ্র কিরণে পরিপুষ্ট হয় এই জন্য চন্দ্র ভোজ্য, এবং অন্ন ধনলভ্য বলিয়া রয়ি অর্থে অন্ন বলা হইয়াছে।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং, যদধঃ, যদূর্দ্ধং, যদন্তরা দিশঃ, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষ্ সন্নিধত্তে। আদিত্য পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর অধঃ উর্দ্ধ ও

মধ্য দিকে উদিত হইয়া কিরণ দ্বারা যে সকল বস্তু প্রকাশ করেন, তাহা দ্বারা সকল প্রাণকে স্বীয় কিরণে সংবদ্ধ করেন। অর্থাৎ আপনার ন্যায় সকল প্রাণকে তেজস্বী বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন।

স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্।—৭।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্। সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ। ৮। সেই আদিত্যরূপে উক্ত সেই সর্ব্বজগন্ময় প্রাণ অর্থাৎ আদিত্য-রূপ অগ্নি উদিত হইয়া থাকেন এ বিষয়টী ঋক্ মন্ত্র দ্বারা ও বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। বিশ্বরূপ কিরণশালী সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ সমস্ত প্রাণের আশ্রয় প্রধান জোতিঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃস্বরূপ তাপপ্রদ সূর্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিশেষ রূপে জানেন। ইনি সহস্ররশ্মি প্রাণিভেদে বহুপ্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগনের জীবন—এই সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন।

এই সূর্য্য চন্দ্রের প্রভাবে সম্পাদিত অহোরাত্র সংবৎসরাদি কালরূপ প্রজাপতি ব্রীহি যবাদি অন্ন রূপে অবস্থান করেন।

এইরূপ ক্রমানুসারে সেই কালরূপ প্রজাপতি অন্নতে পরিণত হইলে অন্নই প্রজাপতির কার্য্য করেন। এই অন্ন হইতে প্রজোৎপত্তির কারণ নরবীজ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত প্রজা জন্মলাভ করে।

প্রশ্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নোত্তরে প্রাণই সূর্য্য ও ভোক্তৃস্বরূপে প্রজাপতিও রয়ি চন্দ্র এই মিথুন হইতে কাল ও ব্রীহি যবাদি

অন্ন, ক্রমে বীজ ও তাহা হইতে সকল প্রজা উৎপন্ন, উক্ত হইয়াছে। এই শরীর মধ্যে সেই প্রাণরূপ সূর্য্যের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য ভার্গব মহর্ষি—পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ ইতি? ১৬। কোন দেবতারা স্থাবর জঙ্গম শরীর রূপ প্রজাকে বিশিষ্টরূপে রক্ষা করেন? এবং ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তখন তিনি বলিলেন, এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ও দেহের উপাদান কারণ এই পঞ্চভূতময় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ নিজ নিজ মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। স্তম্ভ যেরূপ প্রাসাদকে ধরিয়া থাকে, সেই রূপ আমরা কার্য্যকারণ সমষ্টিরূপ দেহকে দৃঢরূপে ধরিয়া রাখি। তাহাদিগকে আদিত্যরূপী শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলিল, তোমরা ঐরূপ অভিমান করিও না। কারণ, আমি আপনাকে এই রূপ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই দেহ বিশিষ্টরূপে ধারণ করিয়া থাকি। কিন্তু একথায় তাহারা বিশ্বাস করিল না। তখন আদিত্যরূপ শ্রেষ্ঠ প্রাণ দেহ ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিবার উপক্রম করিলে অন্যান্য সকলে উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। পুনরায় শ্রেষ্ঠ প্রাণ স্থির হইলে সকলেই সুস্থির হইয়া সৌরতেজোময় সেই শ্রেষ্ঠ প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল।

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য
এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়িদের্বঃ
সদসচ্চামৃতং চ যৎ।

এই প্রাণ অগ্নি হইয়া প্রজ্বলিত হন, এবং সূর্য্য হইয়া প্রকাশ পান, মেঘরূপে বর্ষণ করেন। ইন্দ্র রূপে দুষ্ট অসুরদিগকে দমনপূর্ব্বক প্রজাগণকে পালন করেন। ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী ও ইনি দ্যোতমান রয়ি (চন্দ্র) রূপে সমস্ত জগতের পোষণ করেন। অধিক কি অসৎ-শরীরধারী (স্থূল), ও সৎ অশরীর (সূক্ষ্ম) এবং দেবতাগণের জীবনের উপায় অমৃতও এই প্রাণ। ২২। জীবাত্মাই জীবন (প্রাণ) ও তিনি সর্ব্বময় ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইলেন।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজা স্থিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি। ২৩ ॥

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং পিতা মাতার অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। তুমিই এক প্রাণ দেহ ও দেহিরূপে সর্ব্বাত্মক হইতেছ। মনুষ্যাদি প্রজাগণ সকলেই তোমারে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বলি (ভোগ্যবস্তু) উপহার প্রদান করে। কারণ চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রাণ সমুদয়ের সহিত তুমি সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর। তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার উদ্দেশ্যে যে বলি দেয় ইহা যুক্তিযুক্ত। যে হেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সকলই তোমার ভোজ্য বা ভোগার্হ। ২৩।

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণঃ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ॥ ২৫।

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র, পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর এবং তুমিই স্বীয় শক্তিতে সর্ব্বসংহারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালে তুমি আবার শান্তরূপে সর্ব্বতোভাবে জগতের পরিপালক (রক্ষিতা)। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরীক্ষে উদয় ও অস্ত দ্বারা সর্ব্বদা বিচরণ কর এবং তুমিই সমস্ত জ্যোতিরও পতি। ২৫।

যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু, মোৎক্রমীঃ। ২৮।
প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নঃ। ২৯।

হে প্রাণ! তোমার যে শরীর বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য করে শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত আর যে তনু মনের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিয়া সঙ্কল্পাদি করিতেছে তাহাকে অর্থাৎ তোমারই সেই শরীরকে শান্ত কর, উৎক্রমণ করিও না। অর্থাৎ দেহত্যাগ করিয়া যাইও না।

অধিক কি, ইহলোকে যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু, স্বর্গেও যাহা দেবভোগ্য প্রাণই তাহার ঈশ্বর বা রক্ষক। সুতরাং এ সকলই প্রাণের অধীন। অতএব মাতার ন্যায় তুমি, আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন কর। এবং আমাদিগের সম্পৎ ও সুবুদ্ধি বিধান কর। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে বাক্য প্রভৃতি প্রাণাদিকর্ত্তৃক সংস্তুত সেই ব্রহ্মরূপ সৌরতেজে

অনুপ্রাণিত শ্রেষ্ঠ প্রাণই প্রজাপতিস্বরূপ,—তাহা হইতে পৃথক নহে। ২৮।

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ,—ভগবন! কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়াত্যস্মিন্ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রতিষ্ঠতে? কেনোৎক্রমতে? কথং বাহ্য মভিধত্তে? কথমধ্যাত্মমিতি? ৩০।

অনন্তর কোসল বংশীয় আশ্বলায়ন ইহাঁকে (পিপ্পলাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই প্রাণ কোথা হইতে জন্মলাভ করেন্? কিরূপে এই শরীরে আগমন করেন্? কিরূপেই বা আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করেন্? কিরূপে দেহ হইতে বহির্গত হন্? এবং কি প্রকারেই বা বাহ্য অধিভূত ও অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়কে ধারণ করেন্? ৩০।

তস্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি। ৩১।

তিনি তাঁহারে বলিলেন তুমি অতিদুর্জ্ঞেয় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। তুমি অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া আমি হৃষ্টমনে তোমাকে বলিতেছি। ৩১।

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে। ৩১।

আত্মা হইতে অর্থাৎ পরমপুরুষ সত্য অক্ষর ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) হইতে এই পূর্ব্বোক্ত প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। কি প্রকারে তাহা শ্রবণ কর, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে জগতে পুরুষে অর্থাৎ

মস্তকহস্তাদিময় দেহে যেরূপ দেহনিমিত্তক ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্য ভূতপ্রাণ নামক তত্ত্বটীও এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুরুষে আতত (অনুগত)। মনঃকৃত ––অর্থাৎ মানস সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদির দ্বারা সম্পাদিত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতিতে আছে যে পুণ্যদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে কোনও বিষয়ে আসক্ত পুরুষ কর্ম্মসংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সম্রাট যেরূপ "এই সকল গ্রাম শাসন কর" বলিয়া অধীনকর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন ঠিক্ সেইরূপ এই বরিষ্ঠ প্রাণ অপর অপান প্রভৃতি প্রাণদিগকে পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে স্বস্ব বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ৩৩।

হৃদয়ে জীবাত্মা বাস করেন। এই হৃদয়ে একশত একটী নাড়ী ও তাহার সূক্ষ্ম শাখানাড়ী অসংখ্য আছে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। আদিত্যমণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়ব ব্যাপী নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া ব্যানবায়ু বর্ত্তমান আছে। এই ব্যানবায়ু দ্বারা বীর্য্যসাধ্য সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। অপানবায়ু মল-মূত্রাদি নির্গমনের কারণ ও সমান বায়ু ভুক্ত পীতাদি বস্তুর সমতা-কারক রস-রক্তাদিরূপে পরিণত করে। বরিষ্ঠ প্রাণবায়ু চক্ষুঃ ও কর্ণে অবস্থিতি করে। অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়ানু-ভবরূপ দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য প্রাণবায়ু দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আর উদানবায়ু (তেজোময়) সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণবায়ুর

সহিত ঊর্দ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিচরণ করতঃ জীবকে পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে ও পাপবশতঃ পাপলোকে লইয়া যায়। পুণ্যলোক অর্থাৎ দেবতাদের বাসযোগ্য ভোগের স্থানে লইয়া যায় আর পাপলোক নরক অর্থাৎ পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ এমন কি অতিরিক্ত পাপে বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদি যোনিও প্রাপ্ত করায়। পাপ ও পুণ্য তুল্য থাকিলে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়। ৩৪।৩৫।৩৬।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুঃ ব্যানঃ। ৩৭।

প্রসিদ্ধ এই সূর্য্যই বাহ্য অর্থাৎ অধিদৈবত (দেবতাত্মক) প্রাণ, কারণ এই সূর্য্য চাক্ষুষ প্রাণের অর্থাৎ চক্ষুতে অবস্থিত প্রাণের প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন্। পৃথিবীর অভিমানিনী দেবতার অপান-বায়ু মধ্যবর্ত্তিআকাশস্থ বায়ুর সমান-বায়ু, ও সর্ব্বব্যাপক সাধারণ বায়ু ব্যান-বায়ুর বশীভূত।

উদান-বায়ু লোকপ্রসিদ্ধ তেজঃ, অর্থাৎ আমরা যে পূর্ব্বে সাঙ্গ-সৌরতেজঃ দ্বারা অণুপ্রাণিত জীবনের কথা বলিয়াছি ইহা সেই তেজঃ। উহা যতক্ষণ শরীর মধ্যে থাকে, মানুষ ততক্ষণ সকল কার্য্য করে। এজন্য উপশান্ত তেজঃ (তেজোহীন) হইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিযুক্ত উদানবায়ুরূপ তেজের সহিত প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। ৩৮।৩৯।

স যদা তেজসাঽভিভূতো। অত্রৈব দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি। ৪৭।

যখন মনোরূপী দেবতা (জীব) নাড়ীগত চিত্তসংজ্ঞক সৌরতেজ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়-গণের সহিত মনের রশ্মি বা প্রকাশনশক্তি সমূহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। মন যে সময়ে কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় সামান্য চেতনা শক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সে সময়ে জীব সুষুপ্ত হয়। সৌরতেজ দ্বারা দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় এই মনোদেবতা (জীব) তখন কোন স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই মনোমধ্যে এইরূপ সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইয়া থাকে। সেই আনন্দে বিভোর হইয়া জীব সকল বিষয়ে বোধশূন্য হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বেই সৌরতেজ দ্বারা প্রাণপ্রাণিত প্রাণের বিষয় বলিয়াছি। আজ উপনিষদ দ্বারাও সেই মত সমর্থিত হইল। উপনিষৎ যেরূপ সকল কার্য্যের কারণরূপে ব্রহ্মের শক্তি উল্লেখ করিয়াছেন জড়বাদীদিগকেও পরে তাহাই স্বীকার করিতে হবে আমার বিশ্বাস। ৪৭।

আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যাদেশঃ। তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ সমভবৎ—তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত, তৎ সংবৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত। তে আণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্। সূর্য্যই ব্রহ্ম এই উপদেশ ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে। পূর্ব্বে নামরূপ অপ্রকাশিত থাকায় কোন বস্তু ছিল না অর্থাৎ ইহা অসদ্‌ভাবে ছিল, তাহা সূর্য্যের আবির্ভাবে সদ্‌রূপে প্রকাশিত হইল। সেই সৎ অণ্ডরূপে পরিণত হইল। এক বৎসরকাল সেই অণ্ড থাকিয়া দুই ভাগে

বিভিন্ন হইল। এক ভাগ স্বুবর্ণময় ও অপর ভাগ রজতময় হইল। সুবর্ণ অংশে স্বর্গাদি ও রজত অংশে পৃথিবী হইল। মনুতেও আছে 'তদণ্ডমভবদ্ধৈমং' সহস্রাংশুসমপ্রভম্ তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ'। সেই অণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত তেজোময় ভাগ হইতে ব্রহ্মা হইলেন। সমস্ত বস্তুই অব্যক্ত অবস্থায় অতি সূক্ষ্ম ভাবে ছিল, সূর্য্য আবির্ভাবের পরে সকল বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল। ছন্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক সৎরূপে ছিল। সূর্য্য সকল বস্তুর নামরূপের প্রকাশক বলিয়া সূর্য্যের ব্রহ্মত্বরূপে প্রশংসামাত্র।

বৃহদারণ্যকে আছে 'বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুঃ (৩২৬)।

কেহ কেহ বলেন বিদ্যুৎই ব্রহ্ম। কারণ মেঘান্ধকারের ন্যায় পাপান্ধকার খণ্ডন করিয়া (দূর করিয়া) আবির্ভূত হয়, সেই জন্য বিদ্যুৎ ব্রহ্মভাবে উপাস্য। 'সর্ব্বং খল্ব ইদং ব্রহ্ম' আর্য্য-দার্শনিকদিগের যখন এই মত, তখন জ্যোতিষ্মান সূর্য্য ও বিদ্যুৎ ও যে ব্রহ্ম তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তদ্ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এব এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোঽন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ, রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্। স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি। (বৃহদারণ্যকে ৫ম অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ। ৩৪২।)

প্রথমজ সত্যব্রহ্মই আদিত্য, যেটী এই মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত আধিদৈবিক পুরুষ, আর চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী অধ্যাত্ম পুরুষ। এই উভয় পুরুষই পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিত,—আদিত্য পুরুষ রশ্মিদ্বারা ইহার সহিত সম্বদ্ধ, আর চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণদ্বারা আদিত্য পুরুষের সহিত সম্বদ্ধ। এই দেহস্বামী পুরুষ (জীব) যে সময়ে উৎক্রমণ করিবে অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যুকালে এই আদিত্যমণ্ডলকেই কেবল অর্থাৎ রশ্মিহীন নিষ্প্রভ দেখিতে পায় অর্থাৎ স্বাভাবিক চক্ষে সূর্য্যকে দর্শন করিতে পারে; তখন সূর্য্যের রশ্মিসমূহ আর তাহার নিকটে আইসে না অর্থাৎ চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। (এরূপ ভাবে সূর্য্যদর্শন আসন্ন মৃত্যুসূচক অরিষ্ট বিশেষ) পারলৌকিক হিত কার্য্য করাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে এখানে অরিষ্টের কথা উক্ত হইল। যেমন "দীপনির্ব্বাপণে গন্ধং সুহৃদ্‌ বাক্যমরুন্ধতীম্‌। ন গৃহ্ণন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ। আয়ুঃ শেষ সময়ে লোকে প্রদীপ নির্ব্বাণোত্থিত গন্ধ পায় না, বন্ধুর ভাল কথা শোনে না, অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে পায় না। সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলকে নিস্তেজ দর্শনও একটি অরিষ্ট, ইহা দেখিলে লোকে বুঝিবে যে তাহার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। সূর্য্যের রশ্মিসমূহ এই চাক্ষুষ পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য স্বপ্রভুমণ্ডল পুরুষের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পূর্ব্বে আসিত, এখন তাহার সেই কর্ত্তব্য করা শেষ হইয়াছে বলিয়াই যেন তাহারা আর ইহার দিকে আগমন করে না। অতএব এইরূপ পরস্পর উপকার্য্যোপকারক ভাব হইতে বুঝা

যাইতেছে যে আদিত্যপুরুষ ও অক্ষিপুরুষ (প্রাণরূপ) একই সত্যব্রহ্মের দুইটী অংশমাত্র। ৩৪২।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্, তত্তে পশ্যামি। ১৫ ব্রাহ্মণ ৪।

জ্ঞান ও কর্ম্মের এক সঙ্গে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি দেহান্ত সময়ে মনোগত ভাবানুসারে এরূপ ভাবে সূর্য্যের নিকটে প্রার্থনা করেন,—হে পূষন্! জগৎপোষক সূর্য্য! তোমার যে হিরণ্ময় অর্থাৎ সমুজ্জ্বল মণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্যব্রহ্মের মুখ (উপলব্ধির দ্বার) আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি তাহা অপসারণ কর; কারণ আমি সেই সত্যব্রহ্মের ভক্ত, তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি; অতএব আবরণ অপনয়ন কর। হে পূষন্, একর্ষে! অদ্বিতীয় তত্ত্বদর্শিন্, হে সংযমন-কারিন্! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মিসমূহ সঙ্কোচিত কর, এবং দৃষ্টিবিঘাতকারী তোমার তেজঃপুঞ্জ অপনয়ন কর; যাহাতে তোমার যেটী সর্ব্বোত্তম কল্যাণময় রূপ (ব্রহ্মরূপ), এই রূপটী দর্শন করিতে পারি। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যে পরমব্রহ্ম এই বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে বলা হইল। সেই ব্রহ্ম হইতেই আমরা তেজোময় জীবন পাইয়াছি, এক্ষণে এই জীবনের সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁহার তেজোময় রূপ দর্শন করিতে থাকি আর সেই সময়ে তাঁহার দান আমাদের তেজোময় জীবন তিনি স্বতেজে মিলিত

করিয়া লউন। এই নশ্বর জগতে যেন আর না আসিতে হয়। ইহা অপেক্ষা জীবনের সন্ধ্যাকালে উৎকৃষ্ট প্রার্থনা আর কি হইতে পারে ? ৫

যাজ্ঞবল্ক্য! কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি, আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচ, আদিত্যেনৈব জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে, কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক! ১৫৫। বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায়।

জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! এই হস্তপদাদিযুক্ত ব্যবহারিক পুরুষ কোন জ্যোতির সাহায্যে ব্যবহার সম্পাদন করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে সম্রাট্! আদিত্যরূপ জ্যোতির সাহায্যেই এই পুরুষ ব্যবহার সম্পাদন করে,—নানাস্থানে গমন করে তথা হইতে আগমন করে এবং আবশ্যক কর্ম্ম নিষ্পাদন করে। জনক বলিলেন ইহা সত্য। সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুরুষ চন্দ্র জ্যোতির সাহায্যে সকল কাজ করে চন্দ্র অস্তমিত হইলে অগ্নি জ্যোতির সাহায্যে পুরুষ কাজ করে এবং এই তিন জ্যোতির অভাব হইলে বাক্যরূপ জ্যোতি দ্বারা পুরুষ সকল কাজ করে। বাক্যের নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ সকল বাহ্য জ্যোতি প্রশমিত হইলে আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ-স্বরূপ হইয়া থাকেন। পুরুষ তাঁহার সাহায্যেই কাজ করেন। বস্তুতঃ মানুষ আদিত্য-জ্যোতির সাহায্যেই সকল কাজ করেন জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরে ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রথমেই আদিত্য জ্যোতির কথা উক্ত হইয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদেই আত্মার প্রাধান্য প্রকাশিত

আছে। এবং যখন আত্মাই শ্রোতব্য মন্তব্য এবং সেই আত্মরূপী ব্রহ্মতেজে আদিত্য ও জ্যোতিষ্মান্, তাই সেই আত্মার স্তুতির জন্যই জনক যাজ্ঞবল্ক্যের উপাখ্যানটী এস্থলে দেওয়া হইয়াছে।

আপ এবেদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিম্, প্রজাপতি র্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে।

বৃহদারণ্যক ৫।৫।১।

দৃশ্যমান স্থূল পদার্থ সৃষ্টির অগ্রে (পূর্ব্বে) এই জগৎ বাষ্পাকারে পরিণত যজ্ঞাহুতিরূপে ধূমময় বা নীহারিকাময় ছিল। সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমানব্যক্ত পদার্থ সকলের বীজগুলি অতি সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে ছিল। তাহা হইতেই সত্য জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্ম হইতে প্রজাপতি বিরাট পুরুষ ব্রহ্মা হইলেন। তিনি দেবগণকে সৃজন করিলেন। সেই দেবগণ সত্যব্রহ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ছান্দোগ্যে আছে সেই ব্রহ্ম তেজ সৃজন করিলেন সেই তেজ হইতে জল সৃষ্ট হইল, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আপাত দৃষ্টিতে দুই কথার বিরোধ বোধ হইলেও বস্তুতঃ বিরোধ নাই। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের আবির্ভাব দ্বারাই প্রথমে তেজের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং সেই ব্রহ্মতেজের সম্পর্কে (যে তেজ পরে আদিত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল) অনেক বাষ্পই জলে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং তেজ হইতে জলের সৃষ্টি যাহা ছান্দোগ্যে আছে তাহার বিরোধ হয় নাই। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে তেজও জলাদির সৃষ্টি প্রায় এক সময়েই হইয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতে জগৎ জল ও সকল পদার্থের আদি বাষ্পময় ছিল। ব্রহ্মতেজের আবির্ভাবের এক সময়েই অনেক বাষ্প জলে পরিণত হইয়াছিল নিশ্চয়। তাহা হইলে মনুর অপ এব সসর্জ্জাদৌ একথায়ও অসঙ্গতি থাকিল না।

যাহা হউক প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে জগৎ বাষ্পময় বা নীহারিকাময় ছিল ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও কতক সামঞ্জস্য হইল। প্রাচ্য উপনিষৎ পড়িয়া প্রতীচ্য পণ্ডিতগণও ঐরূপ অর্থাৎ জগৎ প্রথমে বাষ্পময় ছিল এই মত প্রকাশ করিয়াছেন আমার বোধ হয়।

৮

ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে অন্নময়ং হি সৌম্য ! মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ। আপঃ পীতা স্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি, যো মধ্যম স্তল্লোহিতং ভবতি যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণো ভবতি। ষোড়শকলঃ সৌম্য ! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো, ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি (ষষ্ঠ প্রপাঠক) অন্নের বিকার মন ও জলের বিকার জীবন। এই দুটী দ্বারা এই দুটীর শক্তি সুরক্ষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা বলিতেছেন,—জল পীত হইয়া তাহার শক্তি তিন প্রকার হয়। পীতজলের স্থূলতম ধাতু মূত্র, মধ্যম রক্ত ও সূক্ষ্মতম ধাতু প্রাণ হয় অর্থাৎ প্রাণের শক্তি বর্দ্ধন করে। হে সৌম্য ! এই পুরুষ (জীব) প্রাণ অপান

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ষোড়শ কলাময়, তুমি ১৫ দিন কিছু অন্নাদি আহার করিও না। তবে ইচ্ছা মত জলপান করিও, কারণ প্রাণ জলময়, জলপান না করিলে উহা বহির্গত হইবে। যখন ১৫ দিন অন্নাদি আহার না করিয়া পিতার আদেশমত প্রাণ রক্ষার্থ কেবল জলপান করিয়া আছেন তখন তাঁহার পিতা আসিয়া শ্বেতকেতুকে বেদাদিশাস্ত্রবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার কিছু মনে নাই। পিতার আদেশে পুনরায় অন্নাদি আহার করিলে মন সবল হইল, তখন তিনি পিতার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিতে পারিলেন। গীতায় আছে জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ (১৩শ) তিনি (ব্রহ্ম) সূর্য্যাদির জ্যোতিরও জ্যোতিঃ প্রকাশক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার দীপ্তিদ্বারা এই সকল বস্তু দীপ্তিময়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাণই আদিত্য। এই প্রাণরূপ আদিত্য সপ্তাশ্বযুক্ত রথে অর্থাৎ সপ্তজ্যোতি যুক্ত দেহরূপ রথে প্রকাশিত হন। এই প্রাণ হইতেই সূর্য্যের জ্যোতিঃ এবং সূর্য্য বাহ্যজগৎরূপ রথে স্বকীয় সপ্তকিরণরূপ অশ্বে বাহিত হইয়া আলোক প্রদান করেন। (ছান্দোগ্য)।

সূর্য্য যে আমাদের জীবন বা জীবনের কারণ সেবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি। চন্দ্র আমাদের জীবনরক্ষক বৃক্ষলতাদির জীবন, সেজন্য তদ্বিষয়ে ও কিছু বলিব। ধান্যযবাদি হইতে প্রস্তুত যে অন্ন খাইয়া আমরা জীবন ধারণ করি চন্দ্রই সেই ধান্যাদির জীবনদাতা। চন্দ্রের কিরণ প্রভাবে জোয়ার ভাঁটা হওয়ায় সমুদ্রে প্রথমজাত গুল্মাদি তীরে আসিয়া ভূমিতেই জন্ম

গ্রহণ করিতে থাকে এবং সেই গুল্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ধরার ন্যায় উত্তম আধারে বহুবিধ লতাগুল্ম বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়।

পুরাণমতে সর্ব্বসৃষ্টির কর্ত্তা ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি, তাঁহার পুত্র সমুদ্র, সমুদ্রের পুত্র সোম বা চন্দ্র। কোন পুরাণ মতে সমুদ্র মন্থন কালে চন্দ্র সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল। চন্দ্রের কিরণে পৃথিবীতে অন্যান্য ওষধি (লতাগুল্মাদি) উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইজন্য চন্দ্রের একটি নাম ওষধিপতি। বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বীরা বলেন যে চন্দ্র একটি জড়পিণ্ডময় গ্রহ। নিজের তেজঃ বা আলোক নাই, সূর্য্যের তেজে শক্তিমান্ হইয়া নৈশ অন্ধকার দূর করেন্। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে চন্দ্র একটি পৃথিবীর উপগ্রহ বা পারিপার্শ্বিক, সর্ব্বদা পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। জ্যোতিষ্ক তারকামণ্ডল মধ্যে চন্দ্রই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী। কেহ কেহ বলেন, এই পৃথিবী হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদ্র যখন পৃথিবীর অংশ চন্দ্রও পৃথিবীর খুব সন্নিহিত জ্যোতিষ্ক, তখন পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

তেজোময় শরীরস্থিত উদানবায়ুর উৎক্রমণেই প্রাণবায়ু বহির্গত হয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে উৎক্রমণ-প্রণালী এইরূপ ভাবে লিখিত আছে—

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের বাগিন্দ্রিয় মনে লীন হয়, মন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়, প্রাণ দৈহিক তেজে মিশিয়া যায়, সেই তেজ আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মুমুর্ষু ব্যক্তির প্রথমে

বাক্য বন্ধ হয়, পরে মনের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়, তখনও প্রাণের ক্রিয়া স্পন্দনাদি থাকে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেলে দৈহিক তেজ আত্মাকে আশ্রয় করে। তখন ঐ আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া নির্গত হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের সূক্ষ্মউপাদানে অনুপ্রাণিত প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া সুষুম্নানাড়ীর দ্বারা উর্দ্ধগামী হয়, তেজোময় উদান-বায়ুও তাহার অনুসরণ করে। ঐ উদান-বায়ু পাপ-পুন্য-কর্ম্মানুসারে জীবকে যথাস্থানে লইয়া যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিতসুকর্ম্মানুসারে সুখস্বর্গ ভোগ করায়, আর পাপ-কার্য্যফলে পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনি পর্য্যন্তও প্রাপ্ত করায়। পাপ পুণ্য সমান থাকিলে উক্ত জীবকে মানুষ জন্মলাভ করাইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করায়। মৃত্যুকালে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে আসক্ত থাকে, জীব সেই চিত্তের (বাসনার) সহিত মুখ্য প্রাণকে প্রাপ্ত হয়, মুখ্য প্রাণ ও তেজোময় উদান-বায়ুর সাহায্যে জীবকে সঙ্কল্প ও স্বকার্য্যানুগত লোকে লইয়া যায়। ইহৈব স্বর্গনরকৌ এই সংসারেই স্বর্গ ও নরক, উপনিষৎ ইহা প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। অতিরিক্ত পুণ্যের ফলে জীব জন্মাবধি চিরসুখী হইতে পারে, আবার অতিরিক্ত পাপের ফলে পশুপক্ষী এমন কি তৃণলতাদি পর্য্যন্ত হইয়াও জন্মিতে পারে। মানুষীর গর্ভে মানুষ হইয়া থাকে, বানরীর গর্ভে বানর জন্মগ্রহণ করে ইহা সত্য, (দুএক-ক্ষেত্রে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এ সত্যেরও অন্যথা ভাব দেখা যায়) কিন্তু জীবাত্মা পাপপুণ্য-অনুসারে নানা জীবজন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। গীতার ১৫ দশের অষ্টম শ্লোক,—শরীরং

যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ। বায়ু যেরূপ পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া গমন করে, কর্ম্মানুসারে যখন জীব নূতন শরীর লাভ ও পুরাতন শরীর ত্যাগ করে, তখন পূর্ব্ব দেহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমুদয় লইয়া গমন করে। আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফলানুসারে জাতজীবের বোধ ও জ্ঞান শক্তির তারতম্য হয়। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ' যাহারা দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করে না, মদের মদ-শক্তির মত চৈতন্য বা বোধ-শক্তি জড়ের ধর্ম্ম আপনা আপনিই হইয়া থাকে। শরীর উৎপন্ন হইলে কালে জ্ঞানাদিরও উন্মেষ স্বভাবতঃ হয়। জড় পরমাণু হইতে স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সকল ধাতু ও অন্যান্য পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। সৌর তেজবিশেষে বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে ঐ সকল বস্তু বিশ্লেষিত হইলে স্বকীয় পূর্ব্ব অণুভাব প্রাপ্ত হয়। তখন যেরূপ উহার মধ্যে energy বা গতিশক্তির আবির্ভাব স্বভাবতঃ হয়। এই জড়ভূতময় দেহেও স্বাভাবিক নিয়মেই চৈতন্য বা বোধ শক্তি জন্মে, ইহার কেহই নিয়োগকর্ত্তা নাই, ইহাই নাস্তিক চার্ব্বাকাদির মত। জ্ঞানের বা চৈতন্যের প্রতি পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে কারণ না বলিলে আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। বিশেষতঃ অনেক-স্থলেই (argument) তর্ক ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত ডারউইন্ সাহেবের মতে ক্ষুদ্রজীব হইতে ক্রমে বানর ও বন মানুষ উৎপন্ন হইয়া পরে মানুষ হইয়াছে। সমুদ্র হইতে প্রথম জীবন্ত পদার্থ গুল্মাদি যাহা তীরে আসিয়া সজাতীয় জীবন্ত পদার্থের বৃদ্ধি করিতে লাগিল, সেই গুল্মাদি বিভিন্ন জাতীয় লতা ও

বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র জীব হইতে বড় বড় জীব হইয়াছে ইহা ও কেহ কেহ বলিতে সাহসী হন্। স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে সর্ব্বশক্তিময় পরমেশ্বরকে মানিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সকল জীব উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলে আর কোন গোল থাকে না।

উৎপন্ন সন্তানের মধ্যে পিতামাতার বৈদ্যুতিক শক্তি-বিশিষ্ট তেজের অংশ আছে এবং উহা বাহিরের সৌরতেজঃ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই জন্য সন্তানের আকার, স্বভাব, বুদ্ধি প্রায়ই পিতামাতার মত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে পিতামাতার আংশিক অধ্যাত্মতেজঃ আর অধিদৈবত সৌরতেজ এই দুইটী মিলিত হইয়া সন্তানের মধ্যে বিরাজমান। আবার উক্ত সন্তানের যখন পরে যথাসময়ে সন্তান হয়, তখন সেই পৌত্রতে আদি পুরুষের এক চতুর্থাংশ তেজঃ সৌরতেজের সহিত থাকে। এইরূপ সন্তান অনেক পুরুষ অর্থাৎ ১৪ পুরুষ দূরবর্ত্তী হইলে তখন সেই চতুর্দ্দশ-পুরুষ পরে সেই সন্তানে মূল আদি পুরুষের তেজঃ যৎসামান্য থাকিতেও পারে। ইহা দ্বারা গিল্টনের মতবাদ প্রমাণিত হইল। এবং Mutation theory জীব-বিজ্ঞানে নবজাতীয়ধারা উৎপাদন—মতবাদ অনুসারে নূতন species সজাতীয় ধারার উৎপত্তিও এই মতবাদদ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। কারণ, বংশধারা যত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এইরূপে পরে এমন সময় আসিতে পারে যখন আদি পুরুষের সহিত নাম ভিন্ন অর্থাৎ 'অমুকের বংশীয় অমুক' ইহার

অতিরিক্ত আত্মিক সম্বন্ধ কিছুই থাকে না। তখন আবার নূতন species বা জাতীয়ধারার উৎপত্তি হয়। এই প্রাণালীকে ঠিক মিউটেসন (নবজাতীয়ধারা উৎপাদনজনিত পরিবর্ত্তন) বলা যায় না। বস্তুতঃ ইহা ক্রমবিকাশেরই একরূপ উদাহরণ। তবে এই নূতন জাতীয় ধারার উৎপত্তি আমরা হঠাৎ উপলব্ধি করি বলিয়া ইহাকে মিউটেসন বলিলেও বিশেষ দোষ হইবে না। যাহা হউক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে ইহা বুঝিয়া আদি পুরুষের চতুর্দ্দশ পুরুষের পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুরার মদশক্তির মত জীবের চৈতন্য বা বোধশক্তি স্বভাবতঃ হয়, নাস্তিক জড়বাদী-দিগের এই মত। আস্তিক শ্রদ্ধাশীল পাঠকগণ এই প্রবন্ধের উপনিষদ্ ভাগে ব্রহ্মশক্তির বিষয় পাঠ করিলেই জীবের চৈতন্যাদি বোধশক্তি-তত্ত্ব ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জীবন বিষয়ে যে গবেষণা লিখিত হইয়াছে তাহা সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী মানবদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই স্বধর্ম্মবিশ্বাসী সেশ্বরমতবাদী ভ্রাতৃকল্প মুসলমান ও খৃষ্টান-দিগের প্রতি আমার স্বাভাবিক শ্রদ্ধার জন্য বাইবেল ও কোরাণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে এই উভয় ধর্ম্মপুস্তকের প্রায় একমত। আমাদের মতের সহিত এই দুইটী মতের অনেক স্থলেই সামঞ্জস্য আছে বলা যাইতে পারে। উপনিষদাদির মতে পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় প্রকাশিত হইয়া তেজঃ, আলোক, জল, পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্রাদি সকল পদার্থ সৃজন করিলেন। বাইবেল ও কোরাণে প্রায় সেইরূপ লিখিত আছে। ঈশ্বর লেখনী সৃষ্টি

করিয়াছিলেন, এইটুকু অতিরিক্ত আছে মাত্র, পরমেশ্বর সকল ধর্ম্মেই এক। তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারক ভক্তদিগের ভক্তি বা বিশ্বাস অনুসারে স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম আচার ব্যবহারাদি এবং ধর্ম্মোপদেশ বিভিন্ন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বরে ভক্ত বা বিশ্বাসী হিন্দু, ও মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে সাধারণ সত্য-ধর্ম্মের উপদেশ প্রায় সমান। তাই বাইবেল ও কোরাণ হইতেও কয়েকটী উপদেশ হিন্দুপাঠকদিগকে প্রদান করিতেছি। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন,—১। ভগবানের নাম বৃথা করিবে না। ২। বিশ্রামদিন পবিত্র ভাবে যাপন করিবে। ৩। প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ সময়ের মধ্যে সাংসারিক কার্য্য করিবে। ৪। সপ্তম দিন বিশ্রাম দিন। ভগবান স্বর্গ, মর্ত্ত্যপাতাল ও তৎসহ যাবতীয় সৃষ্টিকার্য্য ছয় দিনে সম্পন্ন করিয়া সপ্তম দিনে রবিবারে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তিনিও যেমন এই দিন পবিত্র রাখিয়াছিলেন তোমরাও তাহাই করিবে। ৫। পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে। ৬। হত্যা করিবে না। ৭। সুচরিত্র থাকিবে, ব্যভিচার করিবে না। ৮। চুরি করিবে না। ৯। কাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। ১০। অপরের ঘরবাড়ী স্ত্রী বা অন্যান্য সম্পত্তির উপরে লোভ করিবে না। বাইবেলে এইরূপ ভাল উপদেশ অনেক আছে। তবে তাহার কয়েকটী সার উপদেশ মাত্র এখানে দিলাম। Old testament, chap 20 verses 7—17.

পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া প্রার্থনা করিলে কিংবা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া প্রার্থনা (উপাসনা) করিলেই পুণ্য হয় না। তাঁহারই পুণ্য হয়, যাঁহার ভগবানে এবং শেষের দিনে বিশ্বাস ও ভক্তি আছে। তাঁহারই পুণ্য হয় যাঁহার স্বর্গদূতে ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং ভাববাদীদের উপরে বিশ্বাস ভক্তি আছে। তাঁহারই পুণ্য হয় যিনি ভগবানের নামে দান করেন। তাঁহারই পুণ্য হয় যিনি আত্মীয়কে, পিতৃমাতৃহীনকে, অভাবগ্রস্তকে অপরিচিত ব্যক্তিকে এবং বন্দীদিগের মুক্তির নিমিত্ত অর্থপ্রার্থীকে দান করেন। তিনিই পুণ্যাত্মা যিনি সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা ও প্রার্থনায় রত থাকেন এবং যথাশক্তি দান করেন দুঃসময়ে অতি পরিশ্রমে এবং অত্যাচারেও যিনি ধৈর্য্যশীল, তিনিই পুণ্যাত্মা। তিনিই পুণ্যাত্মা যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল, যাঁহার আন্তরিক ভগবানে ভক্তি আছে। Koran, Chap. 2, Translated by George Sale. 1st Edition Page 28). এই পৃথিবী রাজ্য যাঁহার হস্তে (অধীন) তোমার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি ধন্য। যিনি সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি অসীম শক্তিশালী অথচ ক্ষমাশীল তিনি ধন্য। তুমি সেই দয়ালু পরমেশ্বরের স্বর্গের দিকে বার বার চাহিয়া দেখ তোমার দৃষ্টি বিমুগ্ধ হইবে, তুমি তাঁহার সৃষ্টিতে কোন দোষ দেখিতে পাইবে না। Selection from Koran VI. Translated by S. L. Poole.

(আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত খাঁ বাহাদুর হিদায়েৎ হোসেন মাদ্রাসাকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ আমাকে কোরাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ)।

ঈশ্বরে বিশ্বাসীদিগের মধ্যে সকল ব্যক্তিই জীবন ও তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়, মন, বোধশক্তি যে তাঁহার ইচ্ছানুসারে হইয়াছে ইহা সানন্দে স্বীকার করিবেন। তবে নাস্তিকদের স্বতন্ত্র কথা। উহাদের কিঞ্চিৎ মতবাদ এই প্রবন্ধে দিয়াছি। এক্ষণে নিরীশ্বর-বাদী পালিগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বুদ্ধদেবের কথা লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধদেব তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। "পৃথিবী শূন্যময় বলিতে এইটী বুঝিতে হইবে যে ইহাতে (এই পৃথিবীতে) আত্মা বা আত্মজাতীয় কোন পদার্থ নাই। তাহা হইলে এ শূন্য পদার্থ কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আধার এবং অনুভব শক্তিযুক্ত মন এই সমস্ত কেবল আছে। আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যখন আত্মার অস্তিত্ব নাই, তখন আমি (অহম্ self) চিরস্থায়ী, এই মতবাদটী কি একেবারেই মূর্খ বিজৃম্ভিত অন্তঃসার শূন্য নহে ?" সমুত্তবিকার ৪।৫৪ সুত্তপিঠক ১।৩৩৮

নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধদেব নশ্বর দেবতা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা বা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এই জগৎ স্বভাবতঃ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে তিনি তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগকে অহিংসা পরোপকার প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন।

জড়বাদী নাস্তিকদিগের বা প্রকৃতিবাদীদের মতে স্বাভাবিক শক্তিতে দেহমধ্যে বাষ্পাদির সংযোজক সাঙ্গসৌরতেজই জীবন। আবার আস্তিকদিগের মতে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বা

অনুপ্রাণনায় সেই সাঙ্গসৌরতেজই বাষ্পাদির সংযোজনপূর্ব্বক জীবনের কারণ হইয়াছেন। উপনিষৎ প্রভৃতি দ্বারাও ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।

সম্প্রতি,--ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ!
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

হে দেবগণ! আমরা কর্ণে যেন ভাল কথা শ্রবণ করি, চক্ষুতে যেন উত্তমরূপ দর্শন করি। এবং যজ্ঞশীল ও পরমেশ্বরের স্তুতি পরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও সুস্থ শরীরে দেবহিতকর যে আয়ু (জীবন) ভোগ করিতে পারি। পরহিত করিয়া যেন জীবন যাপন করি।

ওঁ শান্তিঃ; শান্তিঃ, শান্তিঃ।

সম্পূর্ণ

A STUDY ON LIFE

I

I cannot enjoy sound sleep at night. Any other person so circumstanced would perhaps have resorted to some kind of narcotic or medicated oil; but, as for myself, this state of sleeplessness gives me great pleasure. Work is the destined aim of human life. The longer I keep awake, the more time I can get to accomplish the work of my life.

It makes me sad to think that, though my life is fast drawing to its close, though I may have soon to leave this world for ever, yet there is nothing great, no work of permanent and durable value, which I might leave behind me as a legacy to the world. I often brood upon this melancholy thought—and it is this which keeps me awake at night.

And yet length of days is not impossible of attainment if I continue in the course of life which I have been following for some time past. A man's death may be entirely within his own control as it was in the case of Bhishma—if only he will walk in the path of purity and exercise due restraint over the appetites and their indulgence. One night, for three hours together, I brooded intently upon this

line of thought, and I prayed with passionate yearning to the Divine Mother, the source of all power and energy, that to me also might be vouchsafed a measure of the same power and force. And then a few nights later, in the deep hours of darkness, a great thought came flooding over my soul Long life and death-at-will might not be impossible to me if I walked in the ways of purity and lived a life of temperance, sobriety and moderation. But how could I save from death the people of my household who might be intemperate and prone to all manner of sensual indulgence ? And as I am a creature of the earth, entangled in the meshes of earthly affection, how could I endure a long and lonely old age if my near and dear ones died before me ? And so I concluded that an early death would be preferable for me. But along with this came the melancholy reflection—how had I wasted the precious hours of life, so that my tree had no bud or blossom to show to the world ! And yet there was consolation in the midst of this sorrow, for I recollected that man is immortalised by his work. There are the great poets of the world—Valmiki, Vedavyasa and Kalidasa in the East, Homer, Dante, Shakespeare in the West, who, being dead, still live in the hearts and minds of men. But great as is their fame, would they live for ever like Newton who discovered the Law of Gravitation ? If men

devote themselves too much to the pleasures of the flesh, if they forsake the paths of virtue and rely wholly upon brute force, Religion will disappear from the face of the Earth, and with Religion will perish Literature. And if these gross, materialistic tendencies persist for a thousand years on end, it is my fear that the names even of Valmiki and Kalidasa will be wiped off from the memories of man ; but the name of Newton will still live and continue to shine. And so I thought—"What should I do that my name might live for a few days in the Books of Life ?"

And so, once again, I betook myself with passionate intensity of thought to the Divine Mother, the source of all energy and power, and, in the lonely hours of night, once again it was borne in upon my mind that I might devote myself to the study and investigation of some great and original theme. But what was I to do ? Even in these latter days, our own Jagadish Chandra, working upon an old vein of thought in Manu, has enriched the world with his treasures of thought and wisdom. But I am an utter ignoramus in all that pertains to Western science and literature, and this sphere of work is not for me. But as I thus brooded upon my thousand deficiencies, something prompted me from within that there was one problem—the problem of problems—the eternal problem of Life—

which I might claim for mine own, to study and investigate. And thenceforward, every night, in the deep hours of darkness, I would apply myself with resolute intensity of thought to absorbed meditation upon this theme. Every night I would jot down whatsoever thought the Great Mother would inspire in my mind ; and these writings, pieced together and collected, are now submitted for consideration before those who are the object of my respect and affection. Let me hope that, in the abundance of their kindness, they will forgive the rash trespassings of one who is very ignorant indeed.

II

What is Life ? This problem has never been satisfactorily solved as yet. Much has been said upon this topic in the many scriptures of many nations—in the Vedas, the Upanishads, the Puranas, the Quoran and the Bible. But the inner essence and significance of the thing has been grasped by none. And now it came borne in upon me that the solar force in the splendour of its fulness—the solar force which is the essence of all energy—the cause and inspiring principle behind all forms and varieties of existence—the solar force which reveals and makes manifest the whole world of visible phenomena—it is this solar force which is the essence

and inner principle of life. In its disparate, divided form, it is *Jivatma* (the universal life as manifested in the individual, the individual soul in the individual body) ; while collectively, in its mass and totality, it is the reflection of *Paramatma*—the aggregate and sum-total of all energy and existence in the universe. Every separate and individual thing in this world is made up of the essential principle of the five main elements, earth, water, air, fire and ether. This body itself is a variant and transformation of the five elements, and fire (or force) is one of these elements. And the all-pervasive solar fire, which is the cause and principle of all motion, vibration, fire and electricity—this solar fire is Life. Many are of opinion that, when man dies, the elements which make up his body merge and become one with the primal elements of the universe. The sun rolls and revolves in the midst of infinite ether, many millions of miles from the Earth ; and yet the force of sunlight sustains the life of man. The five elements buttress and support one another, so to say. And wherever there is ether inside or outside the human body, force (or fire) also must be there, either latent or manifest. And this force or fire is nothing but solar force.

In the beginning of things, at the dawn of creation, the whole space of sky and ether was shrouded in

the darkness of the nebula. So we have it in the Rigveda. **"ततोरात्र्य जायत।"** "And then darkness came out". And so too we have it in *Manu* :

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्व्वतः॥ १म अः।

"This world remained (viz. at the beginning of days) unknown, unknowable, shrouded in darkness as if wrapped in deep slumber."

And so too in modern science we are told :

"There is another curious fact, and this is that the kind of stuff the sun is made of is the same as the kind of stuff that the various planets are made of. It almost looks, does it not ? as if our little earth and all the planets were once a part of the sun. The sun is made of the same stuff as the earth. The sun and all his planets were once one. Indeed, we believe that, in the first stage, the solar system was nothing else than a nebula like one of the very smallest of the thousands of nebulae that we now see in the sky."

And the *Chhandogya Upanishad*, Part II, chap. 2, tells us : **"तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति तत्तेजोऽसृजत। तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति तदपोऽसृजत।"**

"The Supreme Being willed to be many ; hence fire (or force) grew out of His will, and from fire, water. Yea, the

vast and luminous mass of the sun appeared in the nebular darkness of the sky under the energising will of the Supreme Being".

According to Western science, the earth and other planets have evolved out of the sun, and the moon out of the earth. When the vast mass of the sun began of its proper motion to whirl and revolve in the sky, this whirling rapidity of movement was the cause of air, and thenceforth the earth and all the spaces thereof have become pervaded wi[illegible].

The molten upper surface of the earth became hardened into a thick crust under the pressure of air ; and the nebula having melted into liquid under the fierce heat of the sun, the larger part of the earth's surface became filled with water. But the interior remained a hot, molten mass as before ; and it is this hot and molten mass which erupts from time to time in the form of geysers and volcanic streams.

Again, simultaneously with the creation of the earth, the electrons (which are the primal elements of electricity) began to issue out from the sun and to pervade in an invisible stream the whole inner space of the sky. To sum up in one sentence—whatsoever things we see in this world, whatsoever things we use and enjoy, and whatsoever things keep us in health and strength, it is the sun and

sun alone which is the source and cause, direct or indirect, of all such things. But there is one exception. Ether (or space) is independent of the sun. It has existed eternally from the beginning of days. Even before the emergence of the sun, the atoms (or electrons) which are the essential material of this phenominal world existed in the form of nebular darkness ; and they will continue to exist in the same form when this visible world of phenomena has passed away. To the outer seeming of sense this sky (ether) may appear to be empty, but it is the seat and source of all energy and force. Things like the sun could not exist without a sustaining and containing basis ; and hence, ether which fills and pervades the infinite spaces of the universe is at once the basis of all things and the reflex image of the Supreme Being. The sun is but the visible manifestation of that vast, indwelling force (or fire) which is immanent in ether.

The Supreme Being is invisible to us : we only know Him as Infinite Power and Infinite Wisdom : and we worship him through the great verse of the *Gayatri*. But, for the bliss and comfort of his worshippers, the Supreme Being manifests himself as the sun, and hence the *Gayatri* is applicable equally to the sun and the Supreme Being. From the beginning of time, the causal elements of all

earthly things have been immanent in ether, and hence we can infer that they are immanent also in the sun which has evolved out of ether; and so we can trace the stuff of these elements in the planets and meteors which have evolved out of the sun.

Almost everything that we see in this solar system—earth, water, fire—it has all emerged into existence from the vast mass of the sun as it whirls ceaselessly and for ever in the spaces of the sky. Every single thing that we see is connected directly or indirectly with the sun; and hence, each in a measure reflects the qualities of the others. We have said before that the sun, in its ceaseless motion, throws off the electrons which are the basic principle of electricity, and on this point we beg to quote the authoritative opinion of Mr. Arthur Mee.

"The hot matter that makes up the sun is in ceaseless violent movement giving out electrons. On all sides without end, the sun is pouring out not only heat and light, but also these tiny particles which rush through space, and probably account for some of the things which happen in the solar system.......We already know that there are no compounds in the sun, and why that is so. When we study the light of the sun, we are able to find out what

elements it mainly contains, or, at any rate, what elements are contained in its outer parts. The corona of the sun seems to consist mainly of hydrogen. Nearer the body of the sun, we find proof of the existence of the gases or vapours of many elements which we know well, and which can be found in our own bodies—hydrogen, lime, magnesium (which gives such a bright light when it is burnt), sodium and iron ; and besides iron, a large number of other metals well-known on the earth.

"We know that he (the sun) is what he has been since life first appeared on earth, and what he must continue to be so long as life remains on earth—the great source of the power, which, mainly in the form of light and heat, and also in other ways, which we are only beginning to understand, sustains all life, makes the rain and the rivers, gives every visible part of the earth its light and colour and beauty, supplies the food of the green plants upon which we feed, and so works in our muscles every time we move, in the eyes which see the beauty of the earth and of the sun itself, and in the brains by means of which we try to learn how all the things come to be". (The Book of Knowledge, page 2094, Vol. 7 and 8).

The whole space of this solar system is filled and interpenetrated with the energy of the sun

whether in a latent or manifest form ; and it is needless to add that our body-space also is pervaded by the same solar energy. This aggregate solar force within the body is the Life in living beings. The vast and formless ether-space shrouded in nebular darkness, dominated by the principle of *tamas*, the cause and container of all things and which has been described as both real and unreal—this vast and formless ether has been spoken of as the image and reflex of the Supreme Being. In the Vedas, it is said : "(The Supreme Being thought) I am one, I shall be many", and so there emerged into existence the three qualities of *sattwa*, *rajas* and *tamas*. Light (fire or energy which reveals) is *sattwa* ; air which moves and is the cause of all motion is *rajas*, while space, (ether) in which all things visible and invisible have their origin and end, is *tamas*. But though space (ether) is primarily dominated by tamas, all the three qualities of *sattwa*, *rajas* and *tamas* are inherent and immanent in space. They have been there since the beginning of time—they will continue to be there even after the end of creation. The existence (and permanence) of space like the existence of the Supreme Being Himself is testified to even in the Vedas.

Thus the Supreme Being, with the object of

begetting creation, manifested Himself as the sun—that sun which as fire, light or energy interpenetrated with the quality of ***sattwa*** is the primal cause of all the visible things and phenomena of the universe. Air had always dwelt, latent and unfelt, by the side of fire or force ; and now, with the manifestation of the sun, the power of air also made itself suddenly felt. And as the sun, with the aid of air, began to whirl round with tremendous velocity, planets like the Earth (as well as the electrons in their infinite multitude) came to be thrown off from the sun. And, in the course of time, the nebula was melted into liquid under the enormous heat of the sun. From this it will appear that fire, air and space—these are the three primal elements. Earth and water are only later emanations from these two. Hence earth and water—though regarded as elements—are included under fire and air, they are in no way to be regarded as beyond the three qualities of ***sattwa, rajas*** and ***tamas.*** Whatsoever things exist upon the earth—they are all made out of the five elements and they have all emanated from the three qualities. In the Ayurveda it is said that every living thing is composed of three humours—bile, choler and phlegm. Now these humours are only the crude metamorphoses of the three essential qualities—

sattwa, *rajas* and *tamas*—and the three primal elements of air, fire and space.

But here an objection may be raised. It may be asked : "Since the body is made of the five elements (of which air is one), since life depends upon respiration, and since, when a man dies, it is said that the 'breath' of life is extinct—how is it that fire, energy or force and not air is to be regarded as the essential principle of life ?" The answer is that air and space can only perform their functions under the energising impulse of the solar force : and without such energy of impulse they would be powerless to do their work. Just as in space outside, it is the light of the sun which reveals the world and makes us feel and realise the existence of things—so in space inside, it is the fulness of the solar energy which inspires air and ether and enables them to perform their respective functions. In the terrestrial atmosphere, wherever there is space (*Byoma*), there is also air (*Marut*). There must be air wherever there is space ; there is space in the organs of the senses even when we are dead ; and hence it follows that these must be pervaded by air. And yet the energy or life-principle being extinct, the dead body can no longer either inhale or exhale. Hence, force or energy being the chief among the five elements, it is this

which is known as life. Just as people say, "the king is victorious", though, in point of fact, it is the commander-in-chief who has won the victory, even so it is force or energy which is called life though the functions of life are performed by air.

III

That distinguished scientist, the late Ramendra Sundar Trivedi, says in his book named "Jijnasa": "Man's body is certainly matter; but it is living matter. It is the harmony or collective aggregate of a number of forces, The materialist does not admit the existence of more things than one. That one thing is matter—and force or motion is the law of matter. Now, this force or motion manifests itself in various forms—as a current or onward-following stream, as a wave or ripple playing back upon itself, or as an eddy. And, according to the various forms it assumes, it manifests itself—now as electricity, now as magnetism, now as light, now as chemical action and now as Life. Life is a combination of many forces, and its course is intricate and hard for us to understand. Nay, we cannot understand the nature of even one of these forms of motion. The apple falls to the ground: but why? The oxygen atom flies naturally towards the atom of hydrogen: but why? It is difficult

to answer these why's. And how is it more wonderful than these that the various atoms of oxygen, hydrogen and carbon should unite with other elements in order to set up the wonderful phenomenon of Life ?" The great scientist is puzzled to find an answer to the problem of Life. But the answer, I venture to submit, is this : The full or complete solar energy which is the source of all motion in the world—it is this complete solar energy which enables the various elements to cohere and unite in the formation of life. Without the energetic impulses of the solar force, they could never have united ; and, except for such union, this material human body could never have been inspired with Life. It is the sun which generates such gases as oxygen, hydrogen, nitrogen etc., and it is the same sun which, with the aid of the electrons thrown off from its system, unites the different elements and inspires them with the principle of life. But the sun is not content with merely imparting the gift of life ; by means of his luminous beams, he relieves the various ailments of the body and helps to preserve and sustain our life. Going still further we may say that the sun not only gives and maintains Life—with the aid of the electrons (which are the stuff of electricity), he increases the energy of life and adds to the various amenities of existence.

According to the older scientists, the sun had seven rays ; and in the Vedas, these seven rays are described as the seven horses of the sun's chariot. But, according to modern science, the sun has many more than seven rays ; and the fact that they have a tremendous velocity may be metaphorically expressed by likening them to so many horses. One of the names of the sun is **सहस्र-रश्मि** which is another way of saying that the sun has infinite rays ; and in modern science the following names have been given to some of these rays viz., (1) Hertzian waves, (2) infra red, (3) red, (4) (4) orange, (5) yellow, (6) green, (7) blue, (8) indigo, (9) violet, (10) ultra violet and (11) x-ray. Modern medical science has utilised with excellent results the 10th and the 11th of these rays in the treatment of many serious diseases. It is possible that, in course of time, all the rays of the sun will be discovered by the devoted labours of scientists. In fact, if we exercise commonsense and enjoy fresh air and the sunlight as much as we can, we ourselves may be largely free from disease.

IV

On this earth wherever there is space (or ether) there is air, and there also are the electrons which are the stuff of electricity. The electrons issuing

from the body of the sun exist invisibly—either in the space immediately outside the earth or in the space within man's body ; and it is because of the presence of these electrons in space that we can produce electric effects with such little effort on our part. It is known to most of us that no life, no living thing, can be created except with the help of electric energy. The friction of any two things produces electricity. If we rub our two hands together, electricity is generated and the palms become heated in consequence ; and if any foreign body enters the eye, the pressure of the heated palm relieves the pain at once. It is a matter of plain inference, therefore, that electricity—which is the resultant of solar energy—is the chief and primary source of life. It has been said before that the sun is the generator of such gases as oxygen, hydrogen, nitrogen etc. These gases are present everywhere both inside and outside ourselves ; the electrons deriving their motion from the force or energy of the sun, cause them to unite and combine ; and the result of such combination is life.

This body is made up of the five elements, and hence we sustain the strength of the body with the products of earth and water. Also we keep up the force or energy of life by drinking milk. From milk we have cream ; a variation of cream is *ghee* ; and one of the Sanskrit synonyms for *ghee* is energy.

In fact, the sun, force, lightning, *ghee* and the seminal fluid—all are forms of energy ; and the vital energy is specially sustained by drinking milk. We suck the mother's milk when we are babes—and the electric force communicated through this milk makes us grow daily in health and strength. In fact, we derive the maximum of sustenance from things which are like unto our nature. Hence the mother's milk is best for babies ; while, as for the milk derived from animals, cow's milk is best—for there is a considerable amount of electric force in cows. In fact, there is a considerable amount of such energy even in the dung and urine of cows ; and hence from these also we derive a good deal of benefit.

If men only ate according to the necessities of their constitution and the conditions of soil and climate in the midst of which they had been born, such eating would help to maintain the balance of electric energy in the body—and we would not have to suffer illness even for a day. Disease indicates that the vital force (the electric energy within the body) has been weakened (through irregularities of diet). The vital force being weakened, the humours are disturbed ; and hence there is loss of appetite followed by other ailments. Just as in the case of machinery, if the fire is low, the machine ceases to work—so, in the case of the body, if the stock of energy is low, the digestive

power does not work as before, and hence there is a trail of various diseases. We must eat, therefore, so that the stock of our energy may be maintained, and we must see also that there is free passage for the inflow and outflow of air in the body. One must not work too hard or too little ; each must work according as his health and strength permits. Also we must remember that our whole system is pervaded by ether or space. There is space at the passage of the ten senses and in fact there is space even under the nails. This ether or space is the prime sustainer or the life of all life. And hence we must see that there is room for the play of this ether in the body. We must eat only three parts full, and the rest, after being partly filled with water, will afford room for the free current of ether. Thus only can the health of the body be maintained.

Space and energy being the container and sustainer of all elements—they help these elements in the discharge of their functions. It must have been noticed by all that there is a great rush of air wherever there is a great blaze of fire. And similarly there is a great rush of air wherever there is a vast agglomeration of waters as in the sea. In other words, the five elements are closely connected with one another and are mutually helpful, each unto each. Inspired by the force or vibration of energy, the air within the body helps the digestion

of food, and it is the same air (known under the name of *pran* etc.) which helps in the formation of blood and the subsequent filtering of the blood-fluid. Just as in the outside world steam propels machinery and performs all sorts of needful functions, so, inside the body, it is the solar force which, combining with its own product, electricity, helps to set the vital energies in motion. The ancient sages of India were familiar with this great truth. Hence the great hymn of the *Gyatri* which means this :—

"Let us meditate on the great glory of the Supreme Being or the sun, that Sabita who pervades and reveals the whole world unto us, who is the source of utmost beneficence to us, and who inspires and directs our intelligence."

The word *Sabita* may be interpreted either as the Supreme Being or as the sun—for it is with sunrise that the world emerges out of darkness into the full glory of manifestation. Hence, it is not unreasonable to interpret the *Gyatri* as applicable to the sun as much as to the Supreme Being. In the solar system, it is the force of the sun which is the greatest of all forces. Fire, electrons and other forms of energy have all evolved from the sun.

It has been said before that the electrons (which are the source and stuff of electricity) were thrown off from the whirling disc of the sun, some time after

the formation of the planets, and that these electrons now pervade all space including the upper ether, the air immediately surrounding the earth, and the space that is in all things, living and non-living. It is needless also to add that the sun's rays as they reach the earth must filter through this pervasive mass of electrons. And hence the rays of the sun, like the Hertzian waves, are inspired with greater force and velocity by the intervening action of the electrons. To sum up in one word, it is the energy of the sun which, now as fire and now as electricity, helps to preserve and sustain our life. To repeat what has been said before—wherever there is space, there is air, and there also are the electrons and the solar force.

There is a two-fold source of all energy—the Supreme Being who is invisible and the sun which is the visible manifestation of the Supreme Being. Gases like oxygen, hydrogen etc. emanate from the sun and are present in the human body ; and that solar force (in its integrity and entirety) which makes these gases cohere and unite—we call it by the name of sentient life. In other words, it is the solar force—together with the electrons which are its own product—which functions as life in all living things.

Here, incidentally, it may not be out of place to say something about the nature of electricity.

Just as cream is obtained by churning milk, and from cream we obtain *ghee*—so electricity is obtained by churning the electron-prevaded ether of space ; this electricity is then stored up in copper vessels from which it is conducted by means of copper-wires and employed for the purpose of producing heat, light, motion and so on. The sight of a dynamo enables us easily to understand this matter of churning the electricity of space. A huge disc or wheel is made to whirl incessantly, moved either by fire or by water-power ; and even so is electricity churned from the electrons of space and stored up in vessels of copper. During the seasons of Autumn and the Rains, we frequently see flashes of lightning in the sky. And some people contend : "If space is always pervaded by electricity, how is it that we cannot see the phenomenon of lightning except when there are clouds ?" The answer is simple. Spirits are invisible ; but when a man is spirit-ridden, it is through his mouth that the spirit speaks. Even so electricity is invisible ; it requires some vehicle through which to manifest itself to our senses ; and the clouds supply it with this vehicle. There is nothing so vast or infinite as space ; this vast infinitude is pervaded with electrons ; and it is only the electrons stored in one corner of this infinitude—the corner adjacent to the earth—which occasionally manifest themselves as lightning.

In this solar universe it is the electrons (themselves the products of solar force or energy) which are the cause of all living things. Inspired by these, a mysterious force emanating from the human body lays the seed of another body in the uterus ; there it grows from day to day till, in some mysterious and unspeakable way,—through the mysterious combination of various gases—this body becomes inspired with life. And as it is the energy of the sun which is the (ultimate) cause of this combination of gases, so this energy is the ultimate principle of life. That the solar force and the electrons together are the cause of life must have been realised by the ancient sages also. Hence, they have provided for the worship of the sun through the great hymn of the *Gayatri* ; and they have provided the means also whereby the electric energy of the body may be preserved and conserved. The Brahmins, who desire the advancement and welfare of every section of the community, perform the ritual of their daily worship with vessels made of copper ; and, as has been said before, it is copper which is the chief vehicle for the conduction and storage of electricity. Again, there is a natural excess of electricity in the hides of animals like the tiger and the rhinoceros ; and hence the *Shastras* prescribe the performance of *Tarpan* upon the skin of the rhinoceros.

For persons familiar with the developments of

modern science, it will be useless to multiply instances of the miracles of electricity. The radio, the gramophone, motion-pictures, television and talkies—all are but partial manifestations of the infinite power and usefulness of electricity. Again, the X-ray and the ultra-violet ray are but two of the infinite rays of the sun ; and the electrons are themselves the off-spring of solar energy. And these being closely connected with electricity, what wonder that these should be employed in combination for the treatment and cure of many deep-seated maladies ! In fact, it is through the help of electricity that the force or energy of the sun is able to work and function within the human body and thus keep us alive.

It is prescribed in the liturgy of the Hindus that every morning the worshipper must concentrate with intent and entire devotion upon the Supreme Being who is all-pervasive like the blazing glory of the morning sun, that he must try to realise the Supreme Being as himself, and that he must think of the vivifying energy of the spirit as playing along the whole length of the spinal chord in the form of bright lightning. Intense meditation in this particular form will help to preserve and increase the electric and solar energy of the body ; and it will increasingly be realised that the full glory of the sun and full glory of the Supreme Being are one and indivisible.

Men drop down dead if they come in contact with a piece of electrified wire: what is the reason? It is because the electricity of the body is overflooded, as it were, by the greater power of the electricity outside. Again, men are said to die of heart-failure. Such heartfailure is nothing but the gradual enfeeblement and final extinction of the electricity within through disease, excess or incontinence. And I hold that man's life could be definitely prolonged if the scientists of the day could collect the subtle electricity of space and transmit it to the human body when the electric energy within was about to fail.

It has now been ascertained what life is, and consequently it will not be very difficult to discover how life can be maintained and preserved. When man is in the last stages of existence, physicians seek to lengthen out his life by the artificial use of oxygen. But I hold that the mere use of oxygen is unable to serve this purpose; for life is constituted, not by oxygen alone but by the subtle particles of such gases as oxgen, hydrogen, nitrogen and carbon all held together by the solar force which is immanent in the body in all its integrity and entirety. These gaseous particles are disintegrated when the solar force is drained away from the body; and death is the consequence. Just as no article can be prepared from metals like gold, silver or iron

unless they are first melted by heat, so the body cannot be inspired with (the principle of) life unless the gases within the body are warmed with the (vital) heat of the sun. People do not understand how these gases are unified and held together ; and hence they wrongly describe the gases themselves as the breath of life. In fact, they are only the materials or constituents of life, while it is the solar force alone which is life.

In the *Gita* it is said : "It is I who become वैश्वानर or fire ; it is I who hold the winds of the body in balance or equilibrium and thus enable them to perform the necessary functions of disgestion." This वैश्वानर or fire has been spoken of in the Vedanta as तेजसात्मा, and, according to us, it is nothing else than life or the solar force. We are told in our Scriptures that the five 'winds' such as " प्राण, अपान " etc., are all immanent in the body. But they are powerless for action unless inspired with the force of solar energy. It is the force of solar energy which urges the wind to action and helps to preserve the intergrity of the "Ego". When this energy is weakened by our irregularities of diet and habit, man falls ill. Sometimes we find that children are attacked with sudden qualms of illness, and people say that they have come under the influence of the 'evil eye'. But it is also found that these children quickly recover when a little water is

sprinkled over the body. The reason is prefectly plain. A strong, healthy, temperate man can easily communicate the 'etectric force' of his body to the ailing child and thus make him recover.

The sole cause of child-birth is the emanation of force from the body. This force is electricity—and, like electricity, it is caused by the friction of two bodies. The abuse of this force either leads to sterility or to the birth of weak and short-lived progeny. On auspicious days—on the date of one's birthday—it is forbidden to bathe in hot water, for the use of artificial hot water weakens the force within the body. Again, the head is the main seat of electricity, this electricity requires to be carefully preserved, and hence it is enjoined upon us that we should wear a cap or turban on the head or a long tuft of hair. Also it is necessary that we should use as little of medicines and drugs as may be possible ; for the indiscriminate use of drugs has an adverse influence upon the vital force.

In this connection it may not be out of place to speak of mesmerism. The man who mesmerises overwhelms his 'subject' with the superior flood of his electricity and is thus able to cure any disease or ailment to which the latter may be liable. It has been seen that it is men of strong physique and continent lives who are able to exercise mesmeric powers. Fierce, predatory creatures like the tiger

and the lion also possess a large measure of this electric force, and hence are easily able to overcome and subdue their victims. But these in their turn are tamed and subdued by human beings who may happen to possess a greater measure of the same force than themselves.

It has been said before that the fœtus is formed by the union of blood and semen in the womb; and, in course of time, the fœtus is duly inspired with the principle of life. For, as the worshipper believes that the Deity comes down invisibly and takes his seat upon vessels consecrated for the purpose—even so, the Supreme Being (who is the eternal soul of things) comes down and inspires the fœtus with the princicle of life.

To sum up the whole argument: it is the solar force which is life—that solar force which pervades the purlieus of earth, sky and air and from which emanate the electrons that are the stuff of electricity. The solar force pervades all space; through the agency of the electrons, it unifies the different gases of the system, and it is the harmony and equilibrium of these gases which manifests itself as physical life. The following extracts from an authoritative book on physical science will bear out our contention:—

"Every one is familiar with the fact that when the surface of a body is illuminated for some time by a

ray of sun-light the temperature of the body is raised. It may be shown that the sun is the only ultimate source of heat which is of much importance to us on the earth It has often been pointed out that heat obtained from burning coal is derived from energy orginally stored up under the action of sun-light by the plants from which coal was formed. We are entirely dependent on the heat which is derived, either directly or indirectly from the sun". (Heat by Edwin Edser. p. 436).

In this connection one may quote also the following passage from the life of Napoleon.

'On one occasion he (Napoleon) astonished his companions at St. Helena by breaking out, "Were I obliged to have a religion I would worship the sun, the source of all life, the real God of the Earth".

V

The bacterium is one of the minutest of living creatures—it cannot be seen except with the help of the microscope. As soon as it is born, it goes about in search of food ; it turns away when afraid, and it seeks to multiply by self-reproduction. And since even the bacterium displays these qualities from birth, what wonder that the fœtus too will begin to display the same qualities as soon as the solar force has inspired it with the principle of life ?

In due course of time, this foetus issues out as the human child ; it cries out as soon as it is born, it sucks honey when applied to the mouth, it cries when hungry, and it is hushed again when its hunger is appeased by sucking at the mother's breast. As the child develops, it begins to laugh, weep, think, reason and speak.

Once life has been impregnated in the fœtus, the other necessary quailties and powers are bound to appear in due course and the senses must begin to discharge their proper functions. These senses are eleven in number—the five senses of knowledge, the five senses of action and function, and *mind* which is the internal sense. The *Ego*, the *Intelligence*, and the *Self* (अहंकार) are but various stages or transformations of mind. The mind which resolves and ascertains is *Intelligence* ; the mind which reasons and discriminates is *Self* ; and the mind which perceives itself as the unifying principle of knowledge is the *Ego*. The senses begin to function under the urge of the mind ; as the body fills out, the senses increase in strength, and gradually, in due course, man's individual soul begins to reap the fruit of its activities.

I shall here quote the opinion of the leading scientists of the West upon the subject of life. This is what Dr. Mitchell says in the Encyclopœdia Britannica. (Eleventh Edition, p. 601.)

"E. Pfluger has argued that the analogy between living proteid and the compounds of cyanogen are so numerous that they suggest cyanogen as the starting point of protoplasm. Cyanogen and its compounds, so far as we know, arise only in a state of incandescent heat. Pfluger suggests that such compounds arose when the surface of the earth was incandescent, and that, in the long process of cooling, compounds of cyanogen and hydro-carbons passed into living protoplasms by such processes of transformation and polymerization as are familiar in the chemical groups in question, and by the acquisition of water and oxygen. His theory is in consonance with the interpretation of the structure of protoplasm as having behind it a long historical architecture and leads to the obvious conclusion that if protoplasm be constructed artificially it will be by a series of stages and that the produce will be simpler than any of the existing animals or plants."

*　　*　　*　　*

"As may be supposed, theories of the origin of life apart from doctrines of special creation or of a primitive and slow spontaneous generation are mere fantastic speculations. The most striking of these suggests an extra-terrestrial origin. H. E. Richter appears to have been the first to propound the idea that life came to this planet as cosmic dust or in meteorites thrown off from stars and planets.

Towards the end of the 19th century, Lord Kelvin (then Sir W. Thompson) and H. Von Helmholtz independently raised and discussed the possibility of such an origin of terrestrial life, laying stress on the presence of hydro-carbons in meteoric stones and on the indications of their presence revealed by the specira of the tails of comets. W. Preyer has criticized such views, grouping them under the phrase "theory of cosmozoa" and has suggested that living matter preceded inorganic matter. Preyer's view, however, enlarges the conception of life until it can be applied to the phenomena of incandescent gases and has no relation to ideas of life derived from observation of the living matter we know."

"From the point of view of exact science life is associated with matter, is displayed only by living bodies, by all living bodies, and is what distinguishes living bodies from bodies that are not alive. Herbert Spencer's formula that life is "the continuous adjustment of internal relations to external relations" was the result of a profound and subtle analysis, but omits the fundamental consideration that we know life only as a quality of and in association with living matter."

"Protoplasm, the living material, contains only a few elements, all of which are extremely common and none of which is peculiar to it. These elements, however, form compounds characteristic of living

substance and for the most part peculiar to it. Proteid, which consists of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulphur, is present in all protoplasm, is the most complex of all organic bodies and, so far, is known only from organic bodies.

* * * *

We attain, therefore, our first generalized description of life as the property or peculiar quality of a substance composed of none but the more common elements, but of these elements grouped in various ways to form compounds ranging from proteids, the most complex of known substances, to the simplest salts * * * *

Life is not a sum of the qualities of the chemical elements contained in protoplasm, but a function first of the peculiar architecture of the mixture, and then of the high complexity of the compounds contained in the mixture. The qualities of water are no sum of the qualities of oxygen and hydrogen, and still less can we expect to explain the qualities of life without regard to the immense complexity of the living substance."

VI

The following occurs in the Book of Knowledge edited by Mr. Mee.

"Life was born in the ocean, and the ocean now holds and supports by far the greater number

of all the living things upon our earth. The first living things must really have been kinds of plants, because, being the first living things, they had nothing but the simplest kind of food to live upon, and plants are the only things that can live upon these simple kinds of food. The first living things must have swam ashore helped, perhaps, by the moon which makes the tides, so that life, washed ashore by one tide and carried back by another, could grow used to the land without a sudden change."

Thus according to some scientists it is the sun which is regarded as the primal source ef all life ; according to others it is the internal heat of the earth which is the source of life, while according to still others life is an efflorescence of the sun, even like meteors and shooting stars. Gases like oxygen, the electrons which are the stuff of electricity, and the ether-vibrations which are the cause of heat and light—these are the constituent elements of the different material objects that we see upon the earth. They all issued out originally from the sun and later assumed the separate individual forms by which they are known on earth.

The atomic theory of the ancients thus turns out to be true after all. The various things on the earth are only masses or bundles of atoms, and these atoms can be broken up and re-integrated by electricity or

the application of solar force. Hence the attempts of the German Einstein to break up the atoms of gold, and hence also the various attempts that are being made to transmute gold into iron and iron into gold. In fact, since the different things of the earth are but clusters of atoms, it is the inevitable, logical conclusion that one thing can be easily changed into another.

Some Western scholars are of opinion that the first forms of life appeared in the sea, while others are of opinion that life was first generated from the central heat of the earth. According to a third school, life, like the meteorites, came originally from the sun. It has been already said that, in our opinion, the solar heat is the only source of life—and this view has in a manner been supported by Western scholars also.

Gases like oxygen, the electrons which are the stuff of electricity, heat, light, motion, and the constituent elements of metals like gold, iron and copper —all these originally issued out in an invisible and impalpable stream from the luminous mass of the sun and afterwards assumed separate forms and manifestations. In fact, in this solar world, the sun is the sole cause, origin and revealer of all things.

This proves that the Atomic theory (or परमाणुवाद) of the Indian Nyaya Philosophy is absolutely correct. All matter is but an aggregate of

atoms, and these atoms can be disintegrated by the application of solar or electric energy. In the matter of sending wireless messages, vibrations are set up in ether by the action of electricity ; and at the receiving station, these vibrations can be re-converted into electricity with the aid of suitable appliances ; and similarly, the atomic constituents of all visible and material things can be dissolved and reunited (redintegrated) with the help of electricity. Hence, the German philosopher, Einstein, has analysed the atomic constituents of gold, and, by the application of the force thus generated, has even been able to move trains without the help of steam. Also, it has been demonstrated that, by the combination of various atoms, it is possible to transmute iron into gold and *vice versa*. All this goes to demonstrate the great truth of our Indian Philosophy—*viz*., that the essence of all things is the same. **सर्व्वं खल्विदं ब्रह्म ।**

VII

Now we shall try to show what Western scholars have to say about the sun. We could not live in this world without the heat of the sun, for it has already been said that the sun is the main cause of our existence as well as of the existence of all things on which we live. If the entire heat of the sun fell

in one mass upon this earth, then this world with all its mountains and seas would dissolve at once into the same gaseous state as before. There are chemicals which cannot be analysed without the help of electricity or solar heat. And so, as stated before, the German scientist, Einstein, is trying to disintegrate the atoms of gold with the help of electricity. The great scientist, Galileo, has said that the magnetic power that we find in iron is also derived from the far-off solar energy.

As this world has come out of the sun, so its interior (where the cold winds cannot blow) is still in a hot and molten state, while its upper crust has gradually cooled and hardened by coming in contact with cold currents of air. The earth having been formed out of the sun, there are, in its interior, the same stones and metals as are in the sun and planets. The hot liquid substance within comes out when it becomes heated excessively through the sun's heat. Just as water or milk, when heated, boils over the containing receptacle, so, when the inner heat becomes excessive, the hot substances within the bowels of the earth issue out to the surface with great force, sometimes in the shape of hot springs, and sometimes in the form of volcanic lava. The formation of meteors is also due to solar heat. Some 12 or 13 elements like iron, copper, tin etc., can be found in meteors. There is no element in

a meteor which cannot be had on this earth. Pure metal cannot be found in a mine though it is available in a meteor. The meteors are ejected directly out of the sun and not out of the earth. From all this it can be assumed that the same elements as are found on this earth will also be found in the sun and the planets. The meteors also move round the sun ; and, when they come close to the earth in the course of such revolution, they are drawn to the earth's surface by the force of gravitation. According to Western scholars, the sun is chief and supreme among visible stars, but it is not a planet. Planets, according to them, are bodies which move round the sun, whereas, according to Eastern scholars, the sun also is a planet. The planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune etc., move round the sun at increasingly greater distances. The moon (a satellite according to Western scholars, a planet according to Eastern scholars) moves round the earth. The other planets also have their own satellites. Comets are luminous substances which derive greater radiance from the glory of the sun. And all the planets and satellites above-mentioned shed their rays more or less upon the earth.

As regards the size and configuration of the sun, Western scholars are of opinion that it is more than a million times bigger than the earth,

but it has not the same amount of density or matter, because the Sun is only a mass of luminous vapour while the Earth is solid. As there is a sphere of air surrounding the earth, so there is a sphere of air surrounding the sun also. But the atmosphere of the sun is very different from the atmosphere of the earth, it consists only of successive layers of light gas. The subtle atoms of all those things that we see and enjoy on the earth are present in the sun and the solar sphere in a gaseous form. The sun is revolving incessantly, and revolving with a speed which cannot be conceived ; and the electrons which form the elements of matter are being incessantly accumulated at the core or disc of the sun. And these electrons again (which are the cause of electricity) are being thrown off from the sun's body or core at the rate of more than a hundred thousand per second. Needless to say that it is these electrons and the gaseous elements of all possible things which constitute the core or disc of the sun. Before the sun and the solar system assumed their present form, they existed in the nebula of ether in the form only of electrons and protons. These electrons and protons are nothing but condensed energy. Human beings have not yet been able to find out and make use of this molecular force and energy. But though these secrets are hidden from the knowledge of man, they are not hidden from the

wisdom of Nature ; and hence this molecular energy is always being diffused in the form of solar heat, and it is this molecular energy which is the root-cause of the sun's energy, luminosity and force.

We have now summarised the opinion of Western scholars with respect to the sun. But the philosophers of the East know him to be the semblance of the Supreme Being, the king of planets, the sole cause of life and the things necessary for the sustenance of life, the sole cause of all heat, light and energy, and as the destroyer of all disease ; and hence they have given instruction for his daily worship with the *Gayatri* mantra.

Let us, in conclusion, quote a few extracts from our old Upanishads in support of the doctrine we have here promulgated.

कवन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्
कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते (प्रश्न - २)

Kabandhi Katyayana, after practising Brahmacharyya for one year, came to the great sage, Bhagwan Pippalada, and asked : "Great teacher, whence do these created beings derive their birth ?" Pippalada replied :

प्रजाकामो ह प्रजापतिः, स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते रयिञ्च प्राणञ्चेति, एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। प्रः ४।

"The great Prajapati, wishing to create beings, meditated over the matter. Then, pondering over the shastras and science, he created the pair of the sun and the moon as helpers in creation—the sun or life as the consumer and the moon or food as the thing consumed."

आदित्यो वै प्राण: रयिरेव चन्द्रमा: रयिर्वा एतत् सर्व्वं ।

प्र: ५ ।

"The sun is life, it is the eater, it is fire ; the moon is Soma—the food to be consumed". There are three stages of this energy—the sun, fire, and the digestive fire within. As all eatable things are nourished by the moon's rays, the moon is called food. The sun, radiating his rays in various directions, animates all living beings. This sun is the giver of all heat, light and energy and the sages of old knew his value well. He has a thousand rays and is the life of all beings. Day and night, time and eternity—all these are caused by the influence of the sun, and they transmit their influence and live as food in all eatable things. This food produces semen—the source of life wherefrom gradually grow all living beings.

In the *Prashnopanishad* it is said that Time and all food-grains (such as rice and barley) have come out from the couple, Prajapati and the moon : from these food grains has come the seed of life ;

and from this seed the whole variety of creation; and the sun, as consumer, is the moving principle of the whole process.

In order to show the importance of the sun with reference to the body, the sage Bhargava asked Pippalada :

कत्येव देवाः प्रजां विधायन्ते ? कतर एतत् प्रकाशयन्ते ?
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ? प्रश्न २य, १७।

"Which of the gods specially protects this body ? Who reveals this body ? And who is superior to the others ?" Pippalada replied : "this famous deity is the source of the sky, and of air, fire, water, earth and the body." "Then the senses, physical as well as intellectual, began to boast in order to establish their superiority. (They said) just as pillars support a mansion, so we support this body. But the sun replied : Do not boast in this fashion, for it is I who divide myself fivefold and thus sustain the body. But the senses would not believe him. And so the sun wanted to leave the body, and the senses also were drawn up along with him. But (afterwards) the sun was pacified and resumed his seat in the body ; and the senses also were re-established along with him and began to adore the sun."

एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य्य एष पर्ज्जन्यो मघवानेव वायुः।
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं यत्। प्रः २१।

"The life-principle (the sun) burns as fire, reveals as the Sun, sends down showers as cloud, and protects humanity by subduing the evil spirits. He is air, he is earth, he is moon ; and in all these forms he sustains the world. Even the nectar which sustains the gods is nothing but this life-principle". And hence it has been said,—

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा वलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि । प्र: २३ ।

"Life, thou art Prajapati, thou movest in the womb as Prajapati, and it is thou who art afterwards born in the image of the parents. Thou art both life and soul : and men and all animals and objects offer oblations to thee through the eyes and other senses. And this is but proper : for thou art superior to all things, thou art the eater of all things, and thou art also meat."

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ।
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्य्यस्त्वं ज्योतिषाम्पतिः । प्र: २५ ।

"Life, thou art Indra, thou art the Supreme Being, thou art the lord, thou art the destroyer Rudra, and in times of peace thou art the protector of this universe. Thou risest and settest as the sun, and thou art supreme among planets also. O Life, it is thou that inspirest speech, and it is thou that inspirest sight. See, therefore that thou dost not leave thine

receptacle in the body. Nay, whatsoever things can be enjoyed upon earth and whatsoever things can be enjoyed in Heaven, it is thou that art their protector and lord. Therefore, cherish and sustain us even as a mother cherishes her children." (*Prashnopanishad*).

(And again it is said).

Then Ashwálayan of the family of Koshala asked Pippalada :

भगवन्! कुत एष प्राणो जायते? कथमायात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते? कथं वाह्यमभिधत्ते? कथमध्यात्ममिति? प्र: ३०।

"O great sage, wherefrom comes this life ? How does it come into the body ? How does it divide itself into five parts and still live ? How does it go out of the body and how does it hold together all spiritual, physical, and supernatural objects ?" Pippalad replied : "You have asked a question not easy to understand and not easy to answer. But you know Brahman, and hence I shall answer you gladly."

आत्मन एष प्राणो जायते। प्र: ३२।

"Life comes out of the infinite self (Atman) or the eternally existing Brahman ; and I shall tell you how it does so. Just as the body casts shadows

(which are unreal), so this unreal physical world is projected by Brahman who alone is eternally real."

Just as an emperor appoints officers and says, "go and rule such and such lands and territories," so the life-principle appoints various subordinate life-forces to perform their several functions. Chief among these life-forces are *Byana*, *Apana*, *Prana*, *Samana*, and *Udana*.

The Jivátmá (Ego) lives in the heart. There are a hundred and one veins with innumerable branches leading out from the heart ; and it is along these veins that *Byana* moves. Just as the rays radiating from the sun permeate the whole universe, so *Byana*, passing along the veins, diffuses its influence over the whole body. All work, requiring energy for its performance, is done with the help of *Byana*. *Apana* helps to eject the waste matter from the body, and *Samana* helps in the digestion of all that is eaten and drunk. *Udana*, flowing along the line of the *Shushumna*, rises from the feet to the head and carries men to the regions of bliss if they are virtuous, or to the regions of punishment if they are sinful. *Apana* is the force presiding over the earth, *Samana* presides over mid-air, and *Byana* is the air pervading the universe. *Udana* is energy, a form of that infinite solar energy of which we have spoken before.

Man is said to be in a state of सुषुप्ति, of deep and blissful sleep, when the mind is overborne by that solar energy which is known as चित्त or the soul and the bond is loosened between the mind and the senses. During the continuance of this state, one does not dream, and the soul is filled with the ineffable bliss of Divine Communion. We have spoken before of life being inspired by the force of the sun, and now we find that the *Upanishads* support the same view.

The *Chhandogya Upanishad* says that the sun is the Supreme Being. Before the emergence of the sun, nothing (in this universe) had any name or manifestation. The sun revealed and made things known, and thts was the origin of existence. This existence developed in the form of an egg; and after a year, the egg split into two halves—one being of gold and the other of silver. From the golden part came Heaven, and from the silvery part came this Earth. So *Manu* says: "from the bright inner part of the egg, came Brahma".

The *Vrihadaranyaka* says: "Electricity is Brahma; for electricity dispels the darkness of sin even as it dispels the darkness of clouds; hence electricity is to be worshipped as Brahman". "Whatever is, is Brahman". Such being the opinion of the sages of the East, is it any wonder that the bright sun and electricity should be taken as Brahman?

The real Brahman that first appeared is the sun, he is the *Purusha* (or the supreme Principle) of this Universe and also the *Purusha* seated in the right eye. Both these beings depend on each other—the solar being is connected with the ocular through his rays and the ocular being is connected with the solar through life. When death approaches, the lord of this living body can look upon the sun with naked eyes—the disc of the sun appears shorn of its beams before him. This is an evil omen, symptomatic of approaching death. When death is not far off, there are several things which man cannot do : he cannot smell the odour of a sinking lamp, he does not pay any heed to the good counsel of friends, and he cannot see the star *Arundhati*. Similarly, when the disc of the sun appears shorn of its brightness, it is to be understood that death is not far off. It would seem as if the solar rays used to visit the eye in order to do service to man ; and the term of this service being over, they cease to visit him now. So, from this relation of mutual helpfulness, it would appear that the Being of the sun and the Being in the eye are but integral parts of the same Supreme Being.

The man who has simultaneously trod the path of knowledge and good deeds may, on the eve of death, fitly offer the following prayer to the sun.

"O sustainer of the universe, withdraw that disc

of glory with which, as with a concealing veil, you hide the face of the Truth. Sustainer, revealer of the truth, lord of the universe, draw in thy reins and eclipse thy glory so that the benignant face of the Supreme Being may be visible unto us".

What nobler prayer can one offer to the Divinity on the eve of approaching death ?

Also, we read in the *Brihadaranyaka Upanishad.*

The king, Janaka, spoke thus to the sage, Yajnabalkya : "The man that we know—the man with hands, feet and limbs—how is it that he is enabled to function ? with the help of what glory or force ?" And the sage replied :

किं ज्योतिरयं पुरुषः ? आदित्यज्योतिः सम्राड़िति होवाच । बृहदारण्यक— Chap IV.

"O King, it is the glory of the sun which enables man to come and go and discharge all his functions" And Janaka said : "It is true. When the sun sets, man works in the light of the moon ; when the moon sets, man works in the light of fire ; and when fire is extinguished, man works with the glory of speech ; and when speech even is extinguishad —*i.e.*, when all external manifestation is stopped—then it is the soul or self alone with the help of which he works".

Also in the same *Upanishad* we are told :

"Before the creation of (separate) visible things, the universe existed as a mass of nebulous vapour. The Supreme Being emerged out of that; and from the Supreme Being came Prajapati or the lord of creation. Prajapati created the gods, and the gods began to worship the True and Eternal Being."

But in the *Chhandogya* it is said. "The Supreme Being created force or fire, and from this force was created water".

Apparently, there would seem to be some inconsistency between the above sayings, but in point of fact there is no inconsistency at all. It was with the emergence of the all-glorious Supreme Being that force or glory must have been first created in the world, and the contact with this supreme glory must have converted vapour into water. Hence there is no inconsistency in the saying that water was created out of force or fire.

We have said before that, according to Western scholars, the universe was originally a mass of nebulous vapour. It will now be seen that the above passages lend countenance to this theory; and it may not be wrong to conclude that it was a study of the *Upanishads* which set Western scholars upon the track of this line of speculation. This seems all the more plausible in view of the fact that our scriptures are certainly of a far more ancient date than the science and philosophy of the Westerners.

VIII

In the *Chhandogya Upanishad* it is said:—

अन्नमयं हि मनः, आपोमयः प्राणः। आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तल्लोहितं भवति, योऽणिष्ठः स प्राणो भवति।

छान्दोग्य—६।५।

"The mind comes from food and life from water. Mind and Life—these are cherished and upheld respectively by food and drink." And so *Svetaketu* is told by his father: "when water is drunk, it developes three kinds of virtue or strength; the crudest (or thickest) portion constitues urine, the medium constitutes blood, while the subtlest cherishes life. You may eat nothing for fifteen days, but you must drink water, for water is life." And so for fifteen days *Svetaketu* ate nothing and drank only water for the preservation of life. His father then came and asked him some questions on the Vedas and other Shastras. *Swetaketu* replied that he remembered nothing. Then, at his father's order, he took food, his body became strengthened thereby, and he was then able to give proper answers to his father's questions.

The *Gita* says: "He is the revealer of the brightness of the Sun etc." It is said in the *Swetashwatara-Upanishad*, "with His brightness all things become bright." It has been already said that life is sun.

This sun (which is life) appears in a chariot drawn by seven mares, *i.e.*, in the body containing seven lights. From this life comes the radiance of the sun, and he throws his light on the chariot of this outer world drawn by the seven rays—his seven mares. (*Chhandogya*).

We have said much about the sun being life or the cause of life, and now we shall say something about the moon being the cause of life in plants and the vegetable kingdom. The moon causes the tides; the action of the tides drifts masses of marine vagetation to the shore; and from this marine vegatation grow the plants of the earth.

According to the Puranas, Atri is the child of Brahma, the sea the child of Atri, and the moon is the child of the sea. It is the influence of the moon-beams which causes plants to grow; and hence one of the moon's names is the lord or king of plants. According to Western scientists, the moon is a mass of life-less matter, without luminosity of its own, and is lighted by the reflex glory of the sun. It is a satellite of the earth and is nearest to the earth of all planetary bodies.

When the hour of death arrives, man's power of speech merges in his mind, the mind merges in life, and life finds its quiescence in the soul. In other words, the dying man first loses speech, then the faculties of mind, and then the function and

pulsation of life. After this the soul leaves the body ; and the soul, in its upward flight, is accompanied by the five *pranas*, the eleven senses and the upward rising *Udana Vayu*. This *Udana Vayu* leads man to Heaven if he is virtuous or through various cycles of inferior existence if he has been an evil-doer. If there is equilibrium between virtue and vice, man is born again on earth to go through the usual cycle of joy and sorrow. Whatsoever desire a man dies with, it is the character of this desire which shapes and determines his future destiny. And so the *Gita* says :—

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ।

Chap. XV.

"As the wind carries the perfume of flowers along with it, so man carries his senses along with him to the next state in trans-migration". Of course, this is not admitted by those who are utter materialists and who think that sense and consciousness may develop naturally out of particles of dead matter. But their argument seems to be feeble and inadquate, and all difficulties are solved if we believe that there is an Omnipotent God behind who causes the birth of succesive generations of humanity to be regulated according to their deed and action.

In the human offspring, there is a portion of the

electric forces of its parents, and this electric force is energized by the solar heat. Hence, in body, mind and character, the child bears considerable resemblance to its parents. From this it is proved that a portion of the spiritual energy of the parents (mixed with solar energy) inheres in descendants of the first generation. In the second generation, the child will have only a quarter of the electric force of its ancestors ; and so onwards and onwards in a diminishing scale till, in the fourteenth generation of descent, there will be little of the force of the original ancestor in his lineal descendants. There is a clear analogy between this and the mutation-theory of modern Biology for explaining the creation of new species. The basic principle of this mutation-theory was evidently realized by our ancestors ; and hence they lay it down that blood-relationship ceases after the fourteenth generation.

The speculations about life which I have set forth above are of universal application and meant for universal use. And so, out of my innate reverence for sincere believers in all religions, I turned to the scriptures of my monotheistic brethren —to the Bible of the Christians and to the Quoran of the Muslims—and I found that their conclusions are practically the same. In the *Upanishads* we are told that God revealed himself first voluntarily, of his own divine and inscrutable will, and, after-

wards, created the sun, moon, earth and all things living or non-living. Such practically is the teaching of the Bible and the Quoran also. In fact it could not well be otherwise, for God is one and the same in all faiths and all creeds. It is only our mode of approaching Him that is different, and hence the apparent diversity between one faith and another. But even so, this difference applies chiefly in the region of conduct and outer observance. So far as the cardinal principles of religious belief are concerned, the teaching is the same everywhere. And so, it is with great pleasure that I cull the following passages from the sacred books of other religions and offer them for the consideration of my Hindu brethren.

The following lessons are found in the Bible :—

> Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
>
> Honour thy father and thy mother.
>
> Thou shalt not kill.
>
> Thou shalt not commit adultery.
>
> Thou shalt not steal.
>
> Thou shalt not bear false witness against thy neighbours.
>
> Thou shalt not covet thy neighbour's wife or any thing that is thy neighbour's.

[The Bible, Old Testament, Exodus. Chap. 20, Verses 7-17.]

"Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil : For thine is the kingdom and the power, and glory, for ever. Amen,"

St. Matthew. Chap. 6. Verses 9-13.

Virtue cannot be attained only by offering prayers towards the west or towards the east. He only is virtuous who believes in God and in the day of Judgment. He only is virtuous who believes in angels, religious books and prophets. He is virtuous who gives in charity in the name of God. He is virtuous who helps his relatives, the orphans, the needy, the strangers, and for the freedom of the slaves and applicants. He only is virtuous who is every day absorbed in prayer and gives according to his means. He is virtuous who is patient at time of misery, excessive labour and oppression. He only is virtuous whose heart is pure and who has sincere regard for God." (The Quoran, Chap. 2).

"He be praised who is Controller of this earth, who has created life and death to prove existence and who is all powerful. He be praised who created the seven heavens, who is all-powerful but merciful. Look towards the heaven of that merciful God, you will simply be astonished and you will find no fault in His creation." (Selections from the Quoran, Chap. VI).

Thus far about the teaching of belivers and believing people ; but of course it is different with non-believers, people who do not believe in ***Atma***, i.e., in the Soul or the Supreme Being.

The Buddha, addressing his disciples, says ; "when we speak of the world as void or empty what we mean is that there is no soul therein. There are the senses, there are the media through which the senses operate, but there is no such thing as the soul. Such being the case, is it not idle to say that the soul is eternal ?"

The Buddha believed in perishable gods, but not in the existence of the imperishable soul ; for him this universe of visible things and phenomena had evolved naturally out of nothing.

But whether we turn to believers or non-believers there is little difference as regards the origin of life ;

My sincere thanks are due to Khan Bahadur Hidayat Hussain, formerly principal, Calcutta Madrassa, who kindly helped me by lending a copy of the Quoran.

they all believe that it is the sun (the solar force in its integrity and entirety) which is the cause and inspiring principle of Life.

And so let us conclude with the heart-felt prayer of all believing Hindus : "Grant, ye Gods, that our ears may only *hear* what is good, that the eyes may only *see* what is good ; and that, in faith, prayer and all charitableness, we may wear out our days till the appointed end."

Peace : Peace : Peace

TESTIMONIALS

8/1 Harsi Street,
Calcutta 2nd. December, 1933.

I have been deeply impressed by a perusal of Pandit Krishnapada Vidyaratna's "Study of Life". The author's sure and unfailing mastery over the exhaustless treasures of Indian thought combined with his bold attempt to offer a new synthesis of the problems of life and consciousness are bound to make an irresistible appeal to every earnest and enquiring mind. There may be difference of opinion as regards the central theme of his exposition-viz., that the Sun is the sole and ultimate origin of all life, energy and consciousness; but one is lost in admiration of the massive and profound scholarship which has enabled him to pile up materials in support of his argument from the Literature and Philosophy of the East and West.

Sd/- Manmatha Nath Mukerjee,
Judge. High Court,
CALCUTTA.
President, Bengal Sanskrit Association.

177 Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta 11th January, 1934.

I have perused with deep interest Pandit Krishnapada Vidyaratna's "Study of Life" which deals with

some vital problems affecting individual and universal life which have absorbed the attention of scholars from time immemorial. No one is better fitted to deal with these questions than the author who is well-known throughout Bengal not only as a scholar of great erudition but also as a man possessing deep piety and religious fervour. The original articles were written in Bengali and on the pressing request of many of his friends, the author has taken proper steps to have the work translated into English so as to make it available to a wider public. One can only trust that the book will receive the publicity and recognition which it so eminently deserves.

Sd/ Syama Prossad Mookerjee, M.A.
B. L., Barrister-at-Law, M.L.C,

Calcutta the 10th, July, 1933.

I had the great pleasure of reading through the treatise entitled "Study of Life" by Pandit Krishna Pada Bhattacharjee Vidyaratna. It is an English version of a series of articles written in Bengali and published in the well-known Weekly Journal "The Hindu", The author tried to prove that all living beings on earth have their origin in the Sun and they move and grow under its influence.....................

I must confess that personally I am not so deeply interested in the thesis but I cannot help saying that the Pandit's writing is strikingly interesting and instructive.

The language of the thesis both of the English version and as well as of the Bengali version is simple and throughout logical. I have a great respect for the great Pandit for his erudition and the excellent style in which he has clothed his thesis.

Sd/- Kamaluddin Ahmad
Sham-ul-Ulama, I.E.S. B.A. (Cantab),
Inspector of Schools, Presidency Division.

216, Cornwallis Street
Calcutta, the 27th. August 1933.

The Sun as the source of Life, the central principle in the evolution of the Universe, and the visible and flaming representation of Brahman himself—such is the theme of Pandit Krishnapada Bidyaratna's profound and erudite 'Study' of Life: and he has developed this theme in a series of articles which compel attention by their clarity of style, their lucidity of reasoning and the massive erudition which has enabled the author to pile up material in support of his argument from the Science and Philosophy of both East and West. I have had the privilege of translating the larger bulk of the work from Bengali into English; and, while I am fully conscious of the inadequacy of the translation, I cannot help saying that the work itself is deserving of careful study on the part of all who care for the truth.

Sd/- Jitendralal Banerjee, M.A. M.L.C.

The problem of individual life and Universal life is a problem which has absorbed the concentrated

attention of Philosophers from the earliest times of human thought and culture. The problem has been tackled by all thinkers of all ages according to the best philosophic and scientific lights of their times. And every new age demands a restatement of the unique problem and handling of the same with refreshing charms. No one from the Indian point of view is more fitted to tackle the problem than Pandit Krishnapada Vidyaratna, and this is because of his immence stock of knowledge of the sacred lore of India. He has, as his great work testifies, a complete command of the philosophical thoughts and cultural ideas of ancient India. It is indeed a revelation to me to find that he has not neglected the help and inspiration of the saints and sages of other lands and other creeds as well. I hope and trust that great work will soon be published in full for it will throw a flood of light on many an obscure corner of philosophic thoughts. In this work he has exhibited a marvellous capacity for lucid exposition and I venture to hope that it will win the highest recognition it deserves not only in academic but official quarters, specially at the hands of Government, that is never slow to appreciate merits by suitable honours. I consider him far superior to the ordinary band of Mahamahopadhayas.

Senate House,
Calcutta, dated the 22nd November, 1933.

Sd/-Bhagabat Kumar Shastri.
(Mahamahopadhaya, Doctor).
Prof. of Sanskrit Calcutta University.

I read with pleasure the paper on 'Life' by Pandit Krishna Pada Bhattacharya Vidyaratna. Professor Vidyaratna is not only a great Sanskrit scholar but he has taken considerable pains to acquaint himself with the modern views about the origin of life. What strikes me most in the paper is the almost unanimous opinion of the old Risis of India and modern scientists about Sun as the originator of all living beings on the earth. "Without Sun there could be no life in the world", says the modern scientist. And so the Professor has repeatedly mentioned that the finite solar energy with its own productions-electricity etc., is life. The Brahmin in his daily prayer pays almost the same homage to the Sun-God. The Sun is probably the source of all energy in the world. It is the Sun who creates protons and electrons which again create the different forms of matter and gases which this world is made of.

The Professor also deals with the phenomena of consciousness according to light induced in his mind by the study of Upanishads. From the writing of the Professor it seems to me that the Brahman out of His supreme consciousness created the souls; and then the phenomena of consciousness created the world its energy and matter.

The way in which, according to modern scientists, matter has merged into energy indicates that in near future science will prove that the world is full of an all-pervadding supreme consciousness. The Brahman which created the world its energy and matter. This is, in my opinion, an excellent original contribution to

modern thought which the Professor has tried to establish.

Sd/- N. C. Bhattacharya.

CALCUTTA, 12-3-33. PROFESSOR OF PHYSIOLOGY.

Presidency College.

I have read with great interest the articles on *Life* serially contributed by Pandit Krishnapada Vidyaratna to the Bengali journal *Hindu*. The pandit is well-known as a veteran scholar and educationist, who has spent the greater part of his life as a lecturer on Sanskrit literature in several first grade colleges in Bengal, Behar, and Orissa, and is now enjoining a well earned rest in retirement. He is a scholar of the old type, brought up in the intensive tradition of Sanskrit learning. It is surprising therefore to find him utilising the hard earned leisure of his old age in a fresh venture on a new field. In the present series of articles, he has attemped a synthesis of the speculations of the ancient philosophers of India with the latest physical and biological investigations of modern science. The very attempt is certainly an ambitious one, and no conclusions on a subject like this can lay claim to finality. Yet one cannot but be struck by the subtelety and intelectual acumen displayed by the learned pandit in adjusting his

inherited cultural outlook to the newest concepts of modern science.

Sd/- Rabindranarayan Ghosh, M. A.
PRINCIPAL, RIPON COLLEGE.
Fellow, Calcutta University.

Dated, the 21st. April, 1933.

36, Wellington Street.
CALCUTTA.
13, April, 1933.

Pandit Krishnapada Bhattacharya Vidyaratna is well-known to me. He is a renowned scholar and has held important educational posts. What he has written has given new ideas on "Life" on earth and its relation to the Eternal Life. May his teachings inspire others to further investigation on the fascinating subject "Life and the Living".

Sd/- B. C. Roy.
Mayor of Calcutta.

Islamia College,
CALCUTTA.

Knowledge has so expanded with the development of the sciences that now one human brain must be content with comprehending only a little well. Our mind is appalled before the abundance and intricacy of knowledge, and calls out more clamantly than ever before for the philosopher to save from bewilderment with a synthesis, or failing that, for the day of

systems is said to be past, a theory that will suffice to enable poor humanity to feel confident of its own significance in a cosmic scheme. Professor K. P. Vidyaratna has elaborated with modern aids in his "Study on Life" a theory that has stood the test of long years, and gives man a place in that sun which means to him activity, health, indeed life itself. With the dutifulness characteristic of a pandit he seeks to find in the cosmogonies of the sages anticipations of the researches of today, and the effort is usually interesting.

Sd/- A. H. Harley.
Principal, Islamia College.

TELEPHONE PARK, 711. **P. 45 New Park Street,**
Prof. S. C. Mahalanobis. CALCUTTA.

I have read with great pleasure and admiration the articles written by esteemed friend Pandit Krishnapada Vidyaratna, on the ever fascinating theme of the origin of life. They possess great elegance and dignity of style and are presented with persuasive clarity.

The riddle of life has puzzled the philosopher and scientists of all ages, and endless theories regarding the derivation of life upon the earth have been propounded. It is now accepted by all natural sciences that the earth, in its evolution, has passed through a fiery condition like the sun from which it originated. Starting with this idea of the origin of the earth from the sun, the learned Pandit develops a theory tracing the origin of life also to the same source. Modern

Physics has removed the barrier between matter and energy, and our Pandit Mahasaya hold that energy and life are convertible entitles. He has marshalled passages from various sources particularly the Vedas and the Upanishads in support of his theory and his interpretation of them in the light of modern science, is most interesting and ingenious. To him the sun is not only the source of all mundane energy but is the visible (corporeal) self expression of Brahma. One may not entirely agree with his views but the breadth and attractiveness of the author's lucid exposition will not fail to challenge admiration. The reader will find himself in the charming company of a sincere and devout Hindu of remarkable catholicity of mind, full of the wisdom of the East yet, not unacquainted with occidental scientific thought, immersed in the blissful depths of the Upanishads still reverently seeking divine commandments and message of peace and goodwill in the Bible and the Koran.

Sd/- S. C. Mahalanobis.

23-6-33.

Sanskrit Association

Calcutta Sanskrit College, 25-4-33.

I have read with much pleasure Pundit Krishnapada Vidyaratna's paper on "Life" in Bengali published in the Bengali Journal "Hindu" and am glad to testify to the fact that it is an interesting piece of research in which the pundit has collected informations from

various sources and has tried to adduce new reasons to the old Hindu belief that the Sun is the origin of all being and life. In this the learned Pundit has shown a catholicity of mind which is not generally to be met with among the orthodox pundits. It would be very well if other pundits of his community should follow his footsteps and try to reinterpret sastric beliefs in the light of well-attested scientific facts. His efforts deserve encouragement.

Sd/- S. N. Dasgupta.

CALCUTTA. *Principal Sanskrit College,*

Calcutta Madrasah,

21, Wellesley Square,

Calcutta the 16th May, 1933.

It is simply a pleasure to go through the interesting paper of Pandit Krishnapada Vidyaratna, on "Life" which has been published in the Bengali Journal "Hindu". This is undoubtedly a work of original research and one cannot but admit the scholarly spirit of the Pandit as well as his broad and catholic views. He has compiled this paper after careful study of the Holy Quran and the Bible along with informations collected from other valuable sources. The result of such a sound study has been wonderful and I may safely say that the learned Pandit has created a new field of research in connection with many old and traditional beliefs. In fact, this paper successfully

brings to proof the old ideas about human life in the very light of our modern science.

The Panditji is well known already in the circle of Sanskrit scholars and deserves all encouragement and praise for his painstaking researches. We do hope that his scholarship will very soon attract the attention of Western students of comparative Philosophy and Literature.

Sd/- M. Hidayat Hossain.
Principal, Calcutta Madrasah.

Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and Science,
CALCUTTA. ASUTOSH BUILDING,
December, 1933.

Pandit Krishnapada Vidyaratna's "Study of Life" is a unique work of its kind. The truths which he has tried to unfold in this book are not derived from information called from books nor from researches carried on in a laboratory, but mainly from the content of his spiritual experience. He spends not of his time in meditation and has recorded the facts which have dawned on his mind from time to time in the depth and wealth of his religious contemplation. One may not see eye to eye with the learned scholar, but one cannot but admire the mastery with which he has presented his case.

Sd/- Khagendranath Mitra,
Ramtanu Laheri Professor,
CALCUTTA UNIVERSITY,

Senate House.

Calcutta the 5th. of May, 1933.

I have read with great interest the series of articles in which Pandit Krishna Pada Vidyaratna has worked out the fundamental points of agreement between Western Science and Indian Philosophy in respect of the Sun being the central principle of cosmic evolution. The Pandit is an erudite Sanskrit scholar, and the way in which he has worked out the parallelism is very striking.

I hope he will collect the articles and publish them in a book form so as to bring it to the notice of a larger circle of readers.

Sd/- A. N. Mukherjee.

Professor of University.

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত "জীবন" বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় এই প্রবন্ধে স্বীয় অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্র বাইবেল কুরাণ প্রভৃতি প্রতীচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বিচার তরঙ্গ নিপুণতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিপোষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের আধ্যাত্মিক চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য প্রতীচ্য চিন্তা ধারার সমন্বয় প্রদর্শন করিতে পণ্ডিত মহাশয়কে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইয়াছে। এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মহামহোপাধ্যায়) **শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা**

৩১।৩।৩৬ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের দর্শনাদিশাস্ত্রের অধ্যাপক।